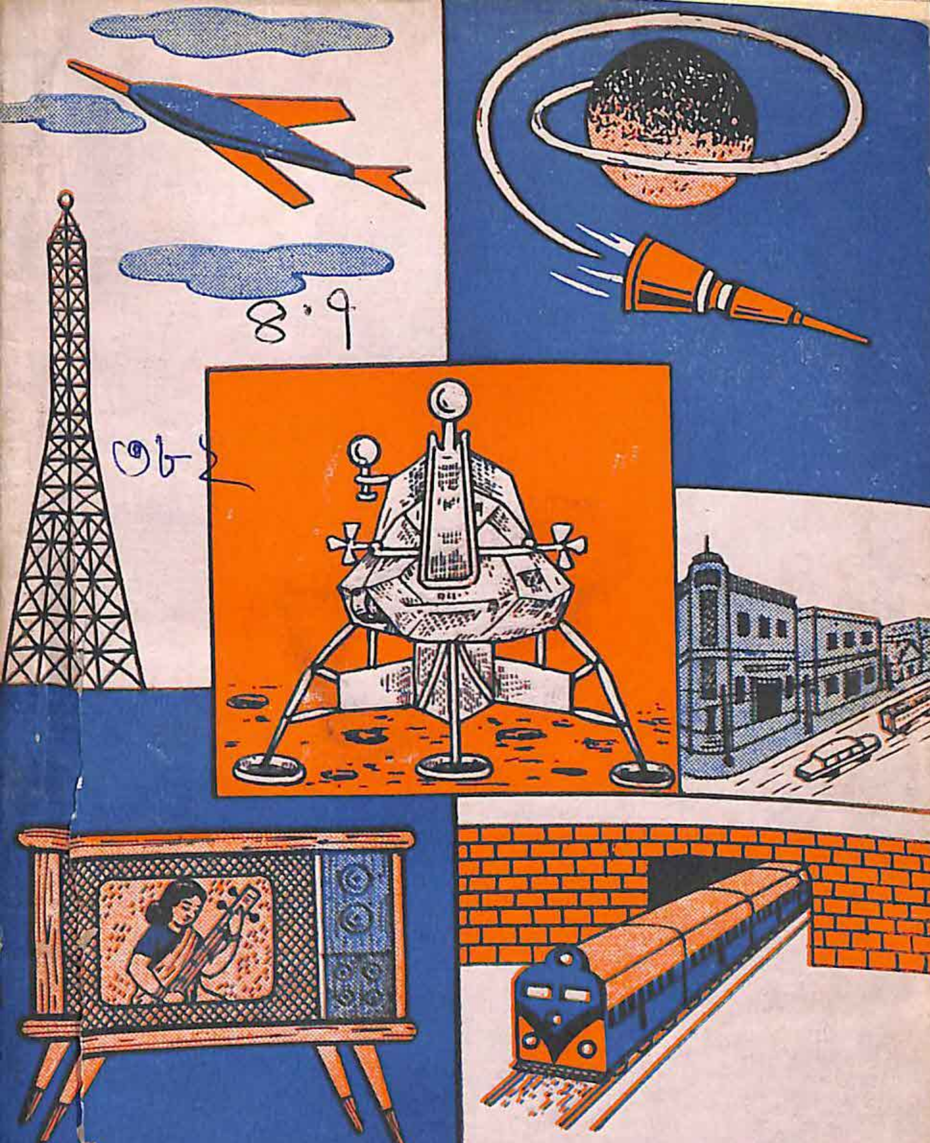


ছোটদের জ্ঞান বিজ্ঞান

পশ্চিমবঙ্গের সকল প্রাইমারী, কিণ্ডার-গার্টেন ও ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সাধারণ জ্ঞান পাঠ্য পুস্তক

ছোটদের জ্ঞান-বিজ্ঞান

(দ্বিতীয় ভাগ)

[তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য]

সুব্রত চ্যাটার্জী

আশা বুক এজেন্সী

৮এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

প্রকাশিকা : শ্রীমতী ঝর্ণা দত্ত, আশা বুক এজেন্সী, ৮এ, কলেজ রো, কলি-৯
নূতন সংস্করণ নভেম্বর, ১৯৮৬ মুদ্রণে : উমা বসাক, নারায়ণ প্রেস, ১০৭/২, রাজা রামমোহন সরণি, কলি-৯
মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

জ্ঞাতব্য বিষয়

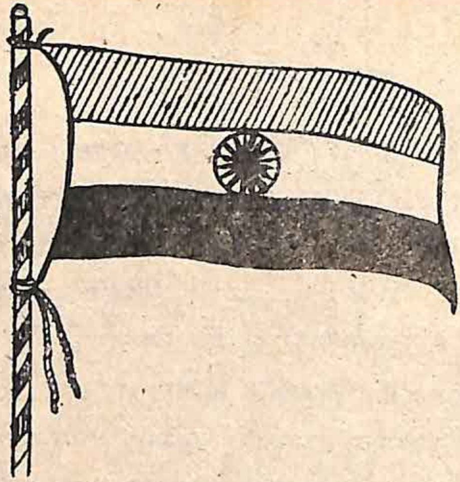
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা অব্যাহত ভাবে এগিয়ে চলেছে। আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক। আমরাও এই জয়যাত্রার সামিল হয়ে গেছি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত ভারতও আজ তৈরী করেছে 'রকেট', 'ভাস্কর', 'আর্যভট্ট', 'ইনসাট', 'রোহিণী', 'উপগ্রহ' প্রভৃতি। শুধু তাই নয় আনবিক শক্তিতেও ভারত হয়েছে শক্তিধর।

বেঁচে থাকতে গেলে জ্ঞান অর্জন দরকার, না হলে বেঁচে থেকে লাভ কি? সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে বর্তমান 'রকেট যুগ' পর্যন্ত যা-কিছু জানবার বিষয় অতি সংক্ষেপে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিবেশিত হলো এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে। পৃথিবীর অনেক কিছু আমাদের জানা দরকার। একটি মানুষের পক্ষে সমস্ত দেশ ঘুরে বেড়ান সম্ভব নয়। সব কিছু জানতে হলে, শিখতে হলে, বুঝতে হলে তোমাদের কোন কিছু অবলম্বন দরকার।

শিক্ষায় বল, চাকরী ক্ষেত্রে বল আজ আর আগের মতো নেই। পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে অনেক—চাকরী ক্ষেত্রে যেমন "মৌখিক জ্ঞান" শিক্ষা ক্ষেত্রেও তেমনি "মৌখিক পরীক্ষা" এ একান্ত দরকার। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সমকালীন নানাবিধ তথ্যাবলী এই বইখানিতে দেওয়া হলো। পাঠ্য জীবনের শুরু থেকে তার অনুশীলন একান্ত দরকার। এ থেকেই তোমরা জানতে পারবে নিজের দেশ ও বিশ্বের অনেক কিছু। এ-পুস্তকখানি তোমাদের উপকারে লাগলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

বিনীত

গ্রন্থকার



ভারতে জাতীয় পাতাকা



ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক

প্রঃ জাতীয়-সঙ্গীত কাকে বলা হয় ?

উঃ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ফুটে ওঠে যে সঙ্গীতের মাধ্যমে, তাকেই বলা হয় জাতীয় সঙ্গীত।

প্রঃ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কি কি? এর রচয়িতা কে কে?

উঃ ভারতের জাতীয়-সঙ্গীত মোট দুটি (১) 'জনগন-মন-অধিনায়ক…' (২) 'বন্দে মাতরম্।' প্রথমটির রচয়িতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয়টির রচয়িতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রঃ জাতীয়-সঙ্গীত চলাকালীন কি কি করণীয়।

(১) উঃ নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা (২) একে যথোচিত সম্মান দেওয়া (৩) প্রত্যেকের নির্দিষ্ট সুরে গাওয়া। এর সময় সীমা মাত্র ৫২ সেকেন্ড।

[জাতীয়-সঙ্গীত মাতৃভূমির বন্দনার গান। মায়ের প্রতিটি সন্তানের কাছে মায়ের মর্যাদা সবার উপরে।]

প্রঃ জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা প্রথম হয় কবে? প্রথমে এর রূপ কেমন ছিল?

উঃ স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৪০ বছর আগে ভারতের বর্তমান জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা হয়। তবে ১৯১৭ সালে অ্যানি বেসান্ত এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে বর্তমান রূপ লাভ করে। এর পূর্বে ছিল অন্যরূপ। এক সারিতে ৮টি আধ ফোটা পদ্ম ফুল ছিল, মধ্যের হলুদ স্তরে বা দিকে সাদা রঙের সূর্য ও ডান দিকে অর্ধচন্দ্র ও একটি তারা।

★ জাতীয় পতাকা ★
National Flag

প্রঃ প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় কবে এবং কোথায় ?

উঃ ১৯০৬ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতার পার্সী বাগানে। ভারতের বাইরে এই পতাকা উত্তোলন করা হয় প্যারিস ও বার্লিনে।

প্রঃ বর্তমান জাতীয় পতাকা কিরূপ ?

উঃ বর্তমান ভারতের জাতীয় পতাকা ত্রিবর্ণ রঞ্জিত। উপরে গেরুয়া, মধ্যে সাদা এবং নীচে সবুজ। 'অশোক চক্র' মধ্যের সাদা অংশে অঙ্কিত থাকে।

প্রঃ ত্রিবর্ণ কিসের কিসের প্রতীক ?

উঃ গেরুয়া—ত্যাগ ও সেবার প্রতীক।
সাদা—শান্তি ও পবিত্রতার প্রতীক।
সবুজ— নির্ভিক ও কর্মশক্তির প্রতীক।

জাতীয় পতাকা ব্যবহার করার নিয়ম কানুন।

১। উঃ সব পতাকার ঊর্ধ্বে এর স্হান। একমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যক্তির মৃতদেহের উপর ছাড়া অন্য কিছুতে আচ্ছাদন দেওয়া চলবে না। শোভা যাত্রার অগ্রভাগে ডান কাঁধে বহন করতে হয়।

২। ব্যবসাদারী বা সাধারণ অনুষ্ঠানে ব্যবহার চলবে না।

৩। প্রত্যেক সরকারী ভবনে এই পতাকা উড্ডীন রাখা হয়। একমাত্র জাতীয় উৎসবে সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে উড্ডীন করতে পারে। তবে সন্ধ্যার পূর্বে তা নামিয়ে ফেলতে হবে।

৪। জাতীয় শোক-দিবসে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

৫। জাতীয় পতাকার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হয়।



পশ্চিমবঙ্গের খবরাখবর

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গ কি ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গ হলো ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কি ভাবে গঠিত হয়েছে ?

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গদেশ দু ভাগ হয়। এক অংশের নাম পূর্ব পাকিস্তান এবং অপর অংশ পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে স্বাধীন। নতুন নাম হয়েছে বাংলাদেশ।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের সীমা ও আয়তন কত ?

উঃ উত্তরে সিকিম ও ভুটান, পূর্বে আসাম ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে বিহার ও নেপাল। এর আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গ কিলোমিটার।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীর নাম কি ? লোক সংখ্যা কত ?

উঃ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। ১৯৮১ সালের লোক গণনায় পশ্চিমবঙ্গের লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫,৪৪,৮৫, ৫৬০ জন।

প্রঃ এই রাজ্যে গ্রাম, শহর, মহকুমা ও থানার সংখ্যা কত ?

উঃ এই রাজ্যে গ্রামের সংখ্যা ৩৮,৭০১, শহরের ১৯৬, মহকুমা ৪৭ এবং থানার সংখ্যা হলো ৩০২ টি।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশী ও কম কোন্ জেলায় ?

উঃ সবচেয়ে বেশী মেদিনীপুর—৬৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৬০ জন। কম, দার্জিলিং—১০ লক্ষ ৬ হাজার ৪৩৪ জন।

প্রঃ পশ্চিবঙ্গের শাসনতান্ত্রিক বিভাগ কয়টি ও কি কি ?

উঃ শাসনতান্ত্রিক বিভাগ তিনটি—প্রেসিডেন্সী, বর্ধমান ও জল-পাই গুড়ি বিভাগ।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার হার কত ?

উঃ শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৪০·৮৮ জন। স্থান হিসেবে ভারতের মধ্যে ৫ম। একমাত্র কলকাতায় শিক্ষিতের হার ৬৫·৫জন।

প্রঃ জন্ম ও মৃত্যুর হার কত ?

উঃ জন্মহার বছরে ১০ লক্ষাধিক। মৃত্যুহার আগের তুলনায় কম।

প্রঃ শিক্ষাখাতে এ-রাজ্যের ব্যয় বরাদ্দ কত ?

উঃ শিক্ষাখাতে ১৯৮৪-৮৫ সালের জন্য ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৫৬৪ কোটি টাকা। যার অর্থ মাথা পিছু ১০০ টাকার মতো।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ?

উঃ প্রায় ৩৬,০০০ হাজার।

প্রঃ উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ?

উঃ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৯০০ শত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪,৫০০ টি।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা কত ?

উঃ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা ১৫০টি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা প্রধানতঃ ৪টি।

প্রঃ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত?

উঃ ১। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর হাওড়া।

২। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, যাদবপুর, কলকাতা-৩২

৩। দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর, বর্ধমান।

৪। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জপাইগুড়ি।

প্রঃ এই রাজ্যের উচ্চাঙ্গের কারিগরী বিদ্যালয় কি কি?

উঃ মেরিণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কলকাতা এবং খড়গপুর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি।

প্রং পশ্চিবঙ্গে কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ আছে ও কি কি?

উঃ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজ, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ, বাঁকুড়া সম্মিলনীকলেজ, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ, বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ।

এ ছাড়া উচ্চতম ডাক্তারী ও ডিপ্লোমার জন্য কলকাতায় রয়েছে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ অব মেডিসিন।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি কি এবং কখন স্থাপিত হয়েছে?

উঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়	—১৯৫১	,,	,,	,,
যাদবপুর ,,	—১৯৫৫	,,	,,	,,
বর্ধমান ,,	—১৯৬০	,,	,,	,,
কল্যাণী ,,	—১৯৬০	,,	,,	,,
উত্তরবঙ্গ ,,	—১৯৬২	,,	,,	,,
রবীন্দ্রভারতী ,,	—১৯৬২	,,	,,	,,
বিধানচন্দ্র ,,	—১৯৭৪	,,	,,	,,

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদীগুলো কি কি ?

উঃ গঙ্গা, ভাগীরথী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বরী, কাঁসাই, বিদ্যাধরী, ময়ূরাক্ষী, তোর্সা, আত্রাই, তিস্তা, করতোয়া, শিলাই, মহানন্দা, জলঙ্গী, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের বন্দরগুলো কি কি ?

উঃ কলকাতা ও হলদিয়া।

প্রঃ প্রধান বাঁধ কি কি ?

উঃ প্রধান বাঁধ—দামোদর, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী ও জলঢাকা।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গে কি কি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় ?

উঃ ধান, গম, ডাল-কলাই, ভুট্টা, তৈলবীজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

প্রঃ উল্লেখযোগ্য বাগিচা কৃষি কি কি ?

উঃ পার্বত্য অঞ্চলের বাগিচা কৃষিই বিশেষ উন্নত। এখানকার বাগিচাগুলোতে সিঙ্কোনা, চা, আনারস, বড় এলাচি, কমলালেবু ন্যাসপাতি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খনিজদ্রব্য কি কি ?

উঃ প্রধান খনিজদ্রব্য হল কয়লা।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের কি কি বনজ সম্পদ পাওয়া যায়।

উঃ পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গল হতে শাল, সুন্দরী, সেগুন, গরাণ, জরুল, শিশু প্রভৃতি কাঠ ও লাক্ষা, মধু ইত্যাদি পাওয়া যায়।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় কয়লার খনি আছে ?

উঃ বরাকর ও রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে কয়লার খনি আছে।

প্রঃ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা কোথায় আছে ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গের বার্ণপুর, দুর্গাপুর ও কুলটিতে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা আছে।

প্রঃ রেল ইঞ্জিন কোথায় তৈরী হয় ?

উঃ বর্ধমান জেলার চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিনের কারখানা আছে।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় মোটর গাড়ি, জাহাজ তৈরী ও জাহাজ মেরামতির কারখানা রয়েছে।

উঃ পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় হিন্দ মোটরে মোটর গাড়ির কারখানা, গার্ডেনরীচে জাহাজ তৈরী এবং খিদিরপুর ডকে জাহাজ মেরামতের কারখানা রয়েছে।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় সাইকেল তৈরী, এ্যালুমিনিয়াম তৈরীর কারখানা রয়েছে।

উঃ বর্ধমান জেলার আসানসোলে সেন র‍্যালে কোম্পানীর এক বৃহৎ সাইকেল তৈরীর কারখানা এবং জে. কে. নগরে এ্যালুমিনিয়াম-এর কারখানা রয়েছে।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য কি কি ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩২টি কাপড়ের কল ৮০টি চটকল রয়েছে। কৃষ্ণনগরে মাটির পুতুল ও চীনামাটির বাসন এবং বহরমপুর ও খাগড়ার পিতল ও কাঁসার বাসন বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বিষ্ণুপুর এবং পুরুলিয়ায় তসর বিখ্যাত। হাওড়া ভারী ও হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য বিখ্যাত। চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিনের কারখানা, উত্তরপাড়ার হিন্দুস্থান মোটর কারখানা, বানপুরের ইস্পাত কারখানা, দমদম, বেলুড় ও আসানসোলের এ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী ও সাইকেল কারখানা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান রেল পথ দুটির নাম কি ?

উঃ পূর্ব রেল পথ ও দক্ষিণ-পূর্ব রেল পথ।

প্রঃ সবচেয়ে বড় রেল স্টেশন কোন্‌টি ?

উঃ হাওড়া স্টেশন।

প্রঃ কোন্‌ রেল স্টেশন দিয়ে সবচেয়ে বেশী লোক যাতায়াত করে ? উঃ শিয়ালদহ স্টেশন।

প্রঃ বড় প্ল্যাটফর্ম কোথায় ? উঃ খড়্গপুর রেল স্টেশন।

প্রঃ প্রধান প্রধান সেতুগুলো কি কি ?

উঃ হাওড়া পুল, বিবেকানন্দ সেতু, জুবিলী ব্রীজ, ফারাক্কা ব্রীজ ও মাতঙ্গিনী সেতু।

প্রঃ বড় মেলা কি কি হয় ?

উঃ হুগলী জেলার মাহেশে রথের মেলা, মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলা এবং তারকেশ্বরে গাজনের মেলা প্রভৃতি।

প্রঃ প্রধান প্রধান পত্র-পত্রিকাগুলো কি কি ?

বাংলা : আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, বসুমতী, আজকাল, বর্তমান, ভারতকথা, লোক সেবক, কালান্তর, সত্যযুগ ও গণশক্তি।

ইংরাজী : স্টেটম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, টেলিগ্রাফ।

হিন্দী : সন্মার্গ, বিশ্ববন্ধু ও বিশ্বমিত্র।

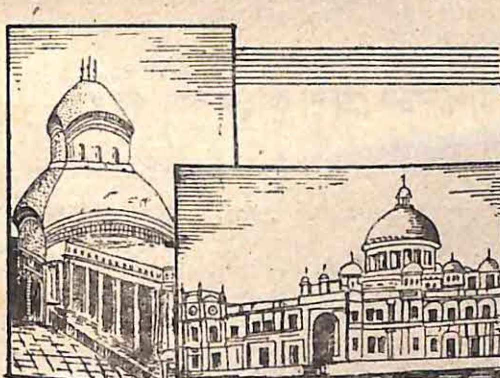
মাসিক পত্রিকা : নবকল্লোল, শিলাদিত্য, প্রসাদ, উল্টোরথ প্রভৃতি।

ছোটদের পত্রিকা : শুকতারা, কিশোর-ভারতী, পক্ষীরাজ, ঝলমল, আনন্দমেলা, মৌচাক, সন্দেশ, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

পাক্ষিক : আনন্দলোক, প্রতিক্ষণ প্রভৃতি।

সাপ্তাহিক : দেশ, পরিবর্তন ইত্যাদি।

(এছাড়া আরও অনেক পত্রিকা আজকাল নতুনভাবে বের হয়ে বাজারে ছাড়া হচ্ছে।)



কলকাতার খবরাখবর

প্রঃ কলকাতা মহানগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উঃ জব চার্ণক।

প্রঃ কলকাতা মহানগরী স্থাপিত হয় কি ভাবে ?

উঃ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জব চার্ণক এই শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে ভাগীরথীর তীরে সুতানটি গ্রামে একটি কুটির নির্মাণ করে বসবাস করেন। একে ঘিরেই ক্রমে বসতি গড়ে উঠে। পরে গোবিন্দপুর ও কলকাতা ইজারা নেয়। এই তিনটি গ্রাম নিয়েই গঙ্গার তীরে কলকাতা শহরের উৎপত্তি হয়।

প্রঃ বৃহত্তর কলকাতা বলতে কি বুঝায় ?

উঃ মূল শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত শহর গড়ে ওঠে। এই শহরের সাথে হাওড়া, চন্দননগর কর্পোরেশন, নৈহাটী, কল্যাণী প্রভৃতি সরাসরি সহজ যোগাযোগ এলাকা মিলে বৃহত্তর কলকাতা ধরা হয়।

প্রঃ কলকাতার জনসংখ্যা কত ?

উঃ ১৯৮১ সালের সেন্সাস অনুসারে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকার মোট জনসংখ্যা ৩২,৯১,৬৫৫।

প্রঃ কলকাতা মেট্রোপলিটন জেলা কাকে বলা হয় ?

উঃ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন, হাওড়া করপোরেশন, চন্দননগর এবং হুগলী করপোরেশনের নদীর উভয় তীরে অবস্থিত ৩৫টি পৌরসভা ও পৌরসভার বহির্ভূত এলাকা এবং ৬৯৫টি মৌজা নিয়ে কলকাতা মেট্রোপলিটান জেলা গঠিত।

প্রঃ বৃহত্তর কলকাতা বলতে কি বুঝায় ?

উঃ প্রধান শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত শহর গড়ে উঠেছে। মূল শহরের সঙ্গে

হাওড়া, চন্দননগর করপোরেশন, নৈহাটি, কল্যাণী প্রভৃতির সরাসরি সহজ যোগাযোগ এলাকা মিলে বৃহত্তর কলকাতা ধরা হয়।

প্রঃ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের প্রথম বাঙ্গালী মেয়র কে?

উঃ শ্রীদেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।

প্রঃ কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট কবে এবং কি উদ্দেশ্যে গঠন হয়েছিল?

উঃ ১৯১১ সালে। উদ্দেশ্য কলকাতা সম্প্রসারণ, নতুন রাস্তা নির্মাণ, শহরের শোভা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা।

প্রঃ কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিঃ কবে গঠিত হয়েছে?

উঃ ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

প্রঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে স্থাপিত হয়েছিল?

উঃ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী।

প্রঃ কলকাতার নামকরা ফুটবল ক্লাবগুলি কি কি?

উঃ মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং, রাজস্থান, এরিয়ান, খিদিরপুর, বি. এন. আর, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে প্রভৃতি।

প্রঃ কলকাতা প্রধান হাসপাতালগুলো কি কি।

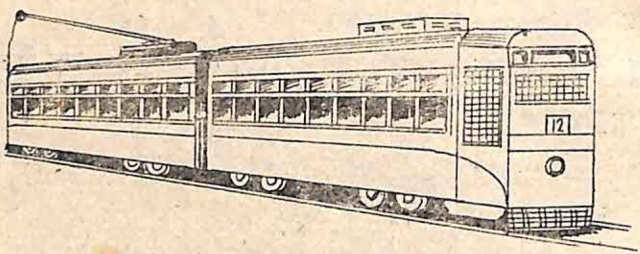
উঃ মেডিক্যাল কলেজ, আর. জি. কর হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবা সদন, নীলরতন সরকার হাসপাতাল, শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতাল, রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান, ক্যালকাটা হাসপাতাল, আই. ডি. হাসপাতাল, মাড়োয়ারী হাসপাতাল, যাদবপুর যক্ষ্মা হাতপাতাল প্রভৃতি।

প্রঃ কলকাতা দমকলবাহিনী কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উঃ ১৮৯৩ সালে।

প্রঃ কোন সাল থেকে হাওড়া ব্রীজ চালু হয় ?

উঃ ১৮০২ সাল থেকে।



ট্রাম গাড়ি

প্রঃ প্রথম ট্রামগাড়ি চালু হয় কবে ?

উঃ ১৮৮০ সালে প্রথম ঘোড়ায় টানা গাড়ি ও ১৯০২ সালে বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি চালু হয়।

প্রঃ কলকাতার সবচেয়ে উঁচু বাড়ি কোনটি ?

উঃ চ্যাটার্জী ইণ্টার প্রাইজ।

প্রঃ কলকাতার বৃহত্তম স্টেডিয়াম কোনটি ?

উঃ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন (সল্ট লেক) দর্শকের আসন সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার।

প্রঃ ক্রিকেট খেলার মাঠ বড় কোনটি ? উঃ ইডেন উদ্যান।

প্রঃ কলকাতার দর্শনীয় স্থানগুলোর নাম কি ?

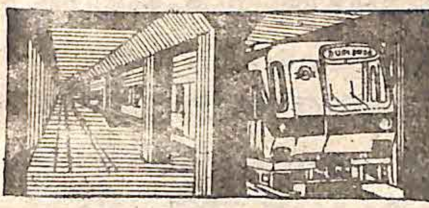
উঃ (ক) দক্ষিণ কলিকাতা ঃ নতুন ট্যাকশাল, কলকাতা বন্দর, আলিপুর চিড়িয়াখানা, টেলিভিশান কেন্দ্র, ন্যাশনাল, লাইব্রেরী, কালীঘাট মন্দির, আবহাওয়া অফিস, হেস্টিংস ইত্যাদি।

উত্তর কলিকাতা ঃ

মহাজাতি সদন, বিষ্ণু মন্দির, পরেশনাথের মন্দির, নাখোদা মসজিদ, বিধান শিশু উদ্যান, কলা মন্দির, দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির, তারাশঙ্করী পীঠ, বেলগাছিয়া (দক্ষিণদ্বারী), দমদম বিমান বন্দর প্রভৃতি।

মধ্য কলিকাতা ঃ

ফোর্ট উইলিয়ম, ইডেন গার্ডেনস্, হাইকোর্ট, বিড়লা প্লানেটোরিয়াম, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, শহীদ মিনার, নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন, মেডিক্যাল কলেজ, টেলিফোন ভবন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রাইটার্স বিল্ডিংস, নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম, শিয়ালদহ উড়ালপুল, আকাশবাণী ভবন, পাতাল রেল প্রভৃতি।



কলকাতার পাতাল রেলের নানা তথ্য

কলকাতার জনসংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এখানকার যানবাহন এক বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার পাতাল রেল প্রকল্প গ্রহণ করেন।

প্রঃ কলকাতা পাতালরেলের শিলান্যাস হয়েছিল কবে? এবং কে করেছিলেন ?

উঃ ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা পাতাল রেলের শিলান্যাস করেছিলেন।

প্রঃ ভারতে সর্বপ্রথম পাতাল রেল কোথায় চালু হয় এবং কবে ?

কোলকাতায়। ২৪শে অক্টোবর ১৯৮৪ সালে। এসপ্লানেড হতে ভবনীপুর। দ্বিতীয় দফায় দমদম হতে বেলগাছিয়া পর্যন্ত।

প্রঃ প্রস্তাবিত পাতাল রেলের দৈর্ঘ্য কত এবং কোথা থেকে কোন্ পর্যন্ত ?

উঃ প্রস্তাবিত এই রেলপথের দৈর্ঘ্য হ'ল ১৬·৩৪ কি.মি.। চলবে দমদম থেকে টালীগঞ্জ পর্যন্ত।

প্রঃ প্রত্যেক ট্রেনে কতগুলো করে কোচ থাকবে ? তার গঠন কেমন হবে ?

উঃ প্রত্যেক ট্রেনে আটটি করে কোচ থাকবে। কোচের দৈর্ঘ্য ১৯·৫ মিটার, প্রস্থ ২·৭৫ মি· গতি ঘণ্টায় ৩০-৮০ কি.মি· কোচ প্রতি যাত্রী সংখ্যা থাকবে ২৫০ জন।

প্রঃ এই রেলের কোচগুলো কোথায় তৈরী হচ্ছে ?

উঃ মাদ্রাজের পেরাম্বুরে, ইণ্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরীতে।

প্রঃ পাতাল রেলের মোট কতগুলো স্টেশন থাকবে, কি কি?

উঃ মোট ১৭টি স্টেশন থাকবে। এর মধ্যে ১৫টি মাটির তলায় ২ টি উপরে। স্টেশনগুলো যথাক্রমে—দমদম, বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, গিরিশ পার্ক, মহাত্মা গান্ধী রোড, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, চাঁদনী চক, এসপ্লানেড, পার্ক ষ্ট্রীট, ময়দান, রবীন্দ্রসদন, ভবানীপুর, যতীন দাস পার্ক, কালীঘাট, রবীন্দ্র সরোবর ও টালীগঞ্জ।

প্রঃ পাতালরেল কত মিনিট অন্তর চলবে ?

উঃ ২০ মিনিট অন্তর অন্তর চলার কথা।

॥ "প্রস্তাবিত সার্কুলার রেল" ॥

কলকাতায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ভারতের রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সার্কুলার রেল চালানোর প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বর্তমানে তাকে আংশিক চালাবার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এখন উল্টাডাঙ্গা রোড স্টেশন থেকে আউটরাম ঘাট পর্যন্ত নিয়মিত সময়সূচী মত ট্রেন চলাচল করছে। চক্ররেল ৫টি পর্যায়ে শেষ করার কথা। চক্ররেলের সম্পূর্ণ কাজ শেষ হয়ে গেলে নৈহাটি থেকে মাঝের হাট পর্যন্ত যাত্রীদের চলাফেরায় সুবিধে হবে।

॥ পশ্চিমবঙ্গের আদি খবরাখবর ॥

প্রঃ ইংরেজরা কোন্ সালে বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে যায়?

উঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট।

প্রঃ বাংলার প্রথম জাতীয় সঙ্গীত কি?

উঃ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'।

প্রঃ ইংরেজরা কোন্ সালে বাংলাদেশ অধিকার করে?

উঃ ১৭৫৭ সালে।

প্রঃ বাংলা ভাষার প্রথম কবি কে? উঃ কৃত্তিবাস ওঝা।

প্রঃ বাংলা ভাষার আদি কাব্য কি? উঃ রামায়ণ।

প্রঃ বাংলাদেশে টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয় প্রথম কখন ও কোথায়?

উঃ ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে। প্রথম লাইন বসে কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত।

প্রঃ সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র কি ? উঃ বেঙ্গলী গেজেট ।

প্রঃ পশ্চিমবাংলার প্রথম রাজ্যপাল কে ছিলেন ?

উঃ চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারী ।

প্রঃ পশ্চিমবাংলার প্রথম মহিলা রাজ্যপাল কে ছিলেন ?

উঃ পদ্মজা নাইডু ।

প্রঃ কলকাতায় কবে প্রথম ট্রাম চলে ? উঃ ১৮৮২ খ্রীঃ ।

প্রঃ বাংলাদেশে কবে কোথায় বিজলী বাতি জ্বলতে দেখা যায় ? উঃ কলকাতায় ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে ।

প্রঃ কোন্ বাঙালী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন ?

উঃ অধ্যক্ষ শীলভদ্র ।

প্রঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবে স্থাপিত হয় ?

উঃ ১৮৫৭ খ্রীঃ ২৪শে জানুয়ারী ।

প্রঃ . এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পুরুষ ও মহিলা বি. এ. ডিগ্রীধারী কারা ?

উঃ এই পরীক্ষায় দুজন ডিগ্রিধারী হলেন—(১) অমর সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২) যদুনাথ বসু । মহিলাদের মধ্যে এই গৌরব অর্জন করেন চন্দ্রমুখী বসু (১৮৮৩ খ্রীঃ)

॥ প্রথম বাঙ্গালী পুরুষ ॥

প্রথম কংগ্রেস সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রথম ডাক্তার—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ।

প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পারাপার—মিহির সেন ।

নৌকায় আন্দামান যাত্রা—পিনাকি চ্যাটার্জি ।

প্রাদেশিক গভর্ণর—লর্ড সত্যপ্রসন্ন সিংহ।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি—স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র।

পি. আর. এস.—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

ব্যারিস্টার—জ্ঞানেন্দ্রমোহন বসু।

ইঞ্জিনীয়ার—নীলমণি মিত্র।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বেচ্ছায় আই. এস সি. ডিগ্রি ত্যাগ—নেতাজী সুভষচন্দ্র বসু।

প্রথম বিলাত যাত্রা—রাজা রামমোহন রায়।

বাংলার—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

॥ প্রথম মহিলা ॥

গ্রাজুয়েট—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। মুখ্যমন্ত্রী—সুচেতা কৃপালনী ইংলিশ চ্যানেল পার হন—আরতি সাহা। এম. এ. উপাধিধারী—চন্দ্রমুখী বসু। কংগ্রেস সভাপতি—সরোজিনী নাইডু। বিলাত যাত্রী অরু দত্ত, চন্দ্রলেখা বসু ও তরু দত্ত। এম. বি—মিরা মিত্র। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট—প্রভা বন্দ্যোপাধায়। আইন সভার সদস্য—হেমপ্রভা মজুমদার ও মীরা দাসগুপ্তা। বিদ্যালয়ের ফেলো—সরলা রায়।

॥ দিকপালে বাংলার যাঁরা ॥

বিপ্লবী—ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, অরবিন্দ, বারীন ঘোষ, রাসবিহারী বসু প্রভৃতি।

দেশ সেবায়—দেশবন্ধু নেতাজী, শ্যামাপ্রসাদ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল প্রভৃতি।

নাট্যকার— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

সাহিত্যে—বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সত্যেন্দ্রনাথ, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

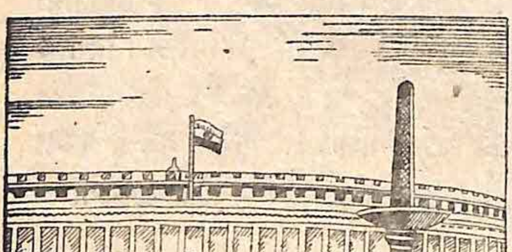
ধর্মে— গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বামাক্ষ্যাপা, অরবিন্দ, শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর প্রভৃতি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে—প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, ডঃ মেঘনাথ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি।

সাঁতারে—মিহির সেন ও আরতি সাহা।

ব্যবসায়ে—আলামোহন দাস, স্যার বীরেন মুখার্জী।

আইনে—সি. আর. দাস, রাসবিহারী ঘোষ, বি.সি. চ্যাটার্জী এবং শরৎচন্দ্র বসু।



ভারতের খবরাখবর

আমরা ভারতীয় নাগরিক। আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করছি। শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতাকেই জানলে চলবে না। ভারতকেও জানতে হবে, জানতে হবে বিশ্বের টুকিটাকি অনেক কিছু। আরোও জানতে হবে সৌরজগতকে। নিম্নে ভারতীয় ডাকঘর থেকেই শুরু করা হল।

॥ ভারতীয় ডাক বিভাগ ॥

প্রঃ পোষ্ট অফিস ও পোষ্ট মাষ্টার কথাটির প্রবর্তন হয় কবে থেকে ?

উঃ উভয়টিই ১৬৫২ খ্রীস্টাব্দে।

প্রঃ বাংলাদেশে প্রথম ডাকঘর চালু হয় কবে থেকে ?

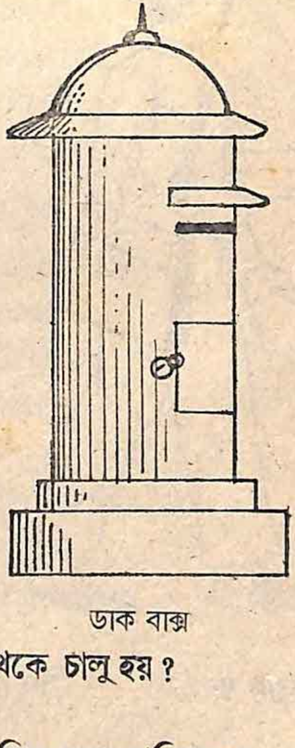
উঃ ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ প্রথম ডাকঘর স্থাপন করেন।

প্রঃ পোষ্ট-কার্ড প্রচলন হয় কবে থেকে ?

উঃ ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে।

প্রঃ এক পয়সা মূল্যের পোষ্ট-কার্ড কখন চালু হয় ?

উঃ লর্ড রিপনের শাসনকালে এক পয়সার পোষ্টকার্ড চালু হয়।



ডাক বাক্স

প্রঃ ভারতীয় ডাক টিকিট কবে থেকে চালু হয় ?

উঃ ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে।

প্রঃ কলিকতা জেনারেল পোষ্ট-অফিস কবে স্থাপিত হয় ?

উঃ ১৮৭০ সালে।

প্রঃ ডাক বিভাগে ভি. পি. প্রথা, পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ও মনি অর্ডারের প্রথা কখন চালু হয় ?

উঃ এগুলো যথাক্রমে ১৮৫৫, ১৮৭৭, এবং ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দ প্রথম চালু হয়।

প্রঃ সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন কোথায় খোলা হল ?



উঃ ১৮৫১ খৃস্টাব্দে কোলকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে প্রথম গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হয়।

প্রঃ পিন কোড (Pine code) কথার অর্থ কি ?

উঃ Pin Code হচ্ছে Postal Inden Number-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

প্রঃ ভারতের বর্তমান ডাকঘরের সংখ্যা কত ?

উঃ ১৯৮০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট ডাক ঘরের সংখ্যা ছিল ১,৪০,৪৩৫। বর্তমানে আরোও কিছু বেড়েছে।

পোষ্ট অঃ	পিন কোড	পোষ্ট অঃ	পিন কোড
জি. পি. ও	১	বড়বাজার	৭
কাশীপুর	২	বড়িশা	৮
বাগবাজার	৩	আমাহার্ষ্ট স্ট্রীট	৯
শ্যামবাজার	৪	বেলেঘাটা	১০
আহিরীটোলা	৫	নারিকেলডাঙ্গা	১১
বিডন স্ট্রীট	৬	বউবাজার	১২

পোষ্ট অঃ	পিন কোড	পোষ্ট অঃ	পিন কোড
ধর্মতলা	১৩	আলমবাজার	৩৫
ইন্টালী	১৪	বরানগর	৩৬
ট্যাংরা	১৫	বেলগাছিয়া	৩৭
পার্ক স্ট্রীট	১৬	শাহাপুর	৩৮
পার্ক সার্কাস	১৭	তিলজলা	৩৯
বড়তলা	১৮	রিজেণ্ট পার্ক	৪০
বালিগঞ্জ	১৯	পঃ পুটিয়ারী	৪১
এলগিন রোড	২০	কসবা	৪২
ফোর্ট উইলিয়াম	২১	দঃ পুঃ রেল	৪৩
হেষ্টিংস	২২	বাদরতলা	৪৪
খিদিরপুর	২৩	লেক গার্ডেনস	৪৫
গার্ডেনরীচ	২৪	গোবিন্দ খাটিক	৪৬
ভবানীপুর	২৫	নাকতলা	৪৭
কালীঘাট	২৬	সাধনা ঔষধালয়	৪৮
আলিপুর	২৭	নিমতা	৪৯
দমদম	২৮	সিঁথি	৫০
রাসবিহারী	২৯	বিরাটি	৫১
ঘুঘুডাঙ্গা	৩০	এয়ারপোর্ট	৫২
ঢাকুরিয়া	৩১	নিউ আলিপুর	৫৩
যাদবপুর	৩২	কাঁকুড়গাছি	৫৪
টালীগঞ্জ	৩৩	বাঙ্গুর এভিনিউ	৫৫
বেহালা	৩৪	বেলঘরিয়া	৫৬

পোষ্ট অঃ	পিন কোড	পোষ্ট অঃ	পিন কোড
আড়িয়াদহ	৫৭	বিধানগর	৬৬
কামারহাটি	৫৮	উল্টাডাঙ্গা	৬৭
দেশবন্ধু নগর	৫৯	যোধপুর পার্ক	৬৮
পর্ণশ্রী পল্লী	৬০	এসপ্লানেড	৬৯
সরশুনা	৬১	কালাকার স্ট্রীট	৭০
ডবিøউ. বি. জি এস	৬২	মিডলটন রো	৭১
ঠাকুরপুকুর	৬৩	প্রিন্সেপ স্ট্রীট	৭২
লবণহ্রদ	৬৪	চিত্তরঞ্জন	৭৩
রবীন্দ্রনগর	৬৫	মতিঝিল	৭৪

॥ রেল পথ ॥

প্রঃ ভারতে প্রথম রেল পথ নির্মাণের কাজ কবে থেকে শুরু হয়।

উঃ ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে প্রথম রেলপথ নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। সাল ছিল ১৭৫৩।

প্রঃ ভারতের রেলপথগুলোকে কটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে ? কি কি ?

উঃ রেল জাতীয়করণ করার পর থেকে রেলপথকে মোট ৯টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। যথা—১। পূর্ব রেলপথ ২। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ। ৩। উত্তর রেলপথ ৪। উত্তর-পূর্ব রেল পথ। ৫। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ ৬। পশ্চিম রেলপথ ৭। মধ্য রেল পথ। দক্ষিণ রেলপথ। ৯। দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ।

প্রঃ ভারতে মোট রেলপথের দৈর্ঘ কত ?

উঃ ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য মোট ৬০,১৪৯ কিলোমিটার।

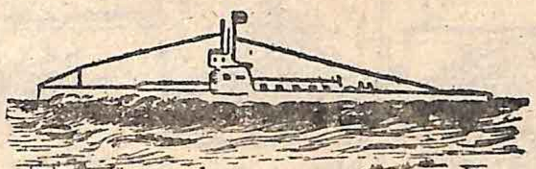
প্রঃ ভারতের রেলব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হয় ?

উঃ স্বাধীনতা লাভের পর রেলপথ জাতীয়করণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের রেলমন্ত্রক পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

॥ জল পথ ও বিমান পথ ॥

প্রঃ ভারতের জলপথকে মোট কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?

উঃ দুই ভাগে। ১। আভ্যন্তরীন জলপথ ও ২। সমুদ্রপথ



সাবমেরিণ

প্রঃ ভারতে বিমান চলাচল হয় কবে থেকে ? বিমান পথের দৈঘ্য কত ?



উড়োজাহাজ

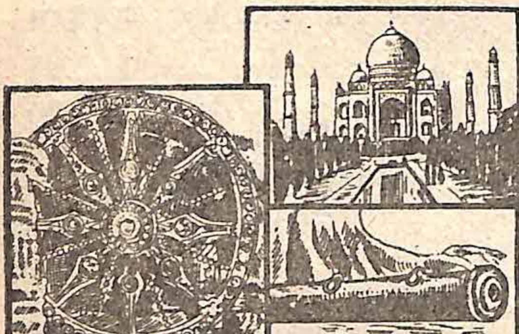
উঃ ১৯১১ সাল থেকে। বিমান পথের দৈর্ঘ্য ৩৫,৩০০ কিলোমিটার।

প্রঃ এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানগুলো পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে চলাচল করে ?

উঃ সোভিয়েট ইউনিয়ন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বিটেন, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে। বর্তমানে ভারত সরকার আরো কিছু দেশের সঙ্গে বিমান চলাচলের ব্যাবস্থা করেছেন।

প্রঃ ভারতের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরগুলোর নাম কি ?

উঃ দমদম, পালাম, মীনাবক্কম ও সান্তাক্রুজ।



ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান

সারা ভারতে ভ্রমণ করার মতো বহু স্থান রয়েছে। প্রতিবছর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে বহু যাত্রী। নিয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য স্থানের নাম ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হল।

কালীঘাট : কলকাতায় অবস্থিত কালী মন্দির। হিন্দুর তীর্থ-ক্ষেত্র। লোক সমাগম সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়।

দক্ষিণেশ্বর : পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনা ও লীলাস্থল।



তারাপীঠ : পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় অবস্থিত। হিন্দুর বিখ্যাত তীর্থস্থান। এখানকার তারা মায়ের মন্দির সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পুরী : উড়িষ্যার সমুদ্রতীরে অবস্থিত জগন্নাথদেবের মন্দির ও হিন্দুর তীর্থস্থান।

বৃন্দাবন : উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলায় অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি।

মথুরা : হিন্দুধর্মের পীঠস্থান ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলে ধর্মীয় গুরুত্ব যথেষ্ট।

হরিদ্বার : উত্তর প্রদেশের মীরাট বিভাগে মহারাণপুর জেলায় রুড়কী তহসিলে অবস্থিত। প্রতি ১২ বছর অন্তর এখানে কুম্ভমেলা হয়।

অমরনাথ : কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ প্রাচীন হিন্দু তীর্থক্ষেত্র। হাজার ফুট উচেচ একটি শিব মন্দির আছে।

কাশী : হিন্দুদের সুপ্রাচীন মহা তীর্থ ভূমি। সপ্ততীর্থ ও একান্ন পীঠের অন্যতম। বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এখানে অবস্থিত।

আগ্রা ঃ উত্তর প্রদেশে অবস্হিত। পৃথিবী বিখ্যাত 'তাজমহল' মোগল বাদশা শাহজাহানের কীর্তি-কলাপ বহন করে।



কন্যাকুমারী ঃ তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্হিত। তিন মহাসাগরের মিলন স্হানের মহান দৃশ্য এবং বিবেকানন্দের শিলা এখানকার একটি বিরাট আকর্ষণ।

অজন্তা ও ইলোরা ঃ মহারাষ্ট্রে অবস্হিত ২৯টি ও ৩৫টি গুহা মন্দির আছে।

আজমীর ঃ রাজস্হান রাজ্যের একটি জেলা। সার্বিক মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী এখানে দেহত্যাগ করেন। মুসলমানদের তীর্থস্হান। পুষ্কর হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থ।

অমৃতসর ঃ পাঞ্জাবের বিখ্যাত শিখ তীর্থস্হান। বৃহৎ জলাশয়ের মাঝে 'স্বর্ণ মন্দির' এখানকার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

ফতেপুর সিক্রি ঃ উত্তর প্রদেশের আগ্রা জেলার কিবাউলী তহসিলের অন্তর্গত শহর। এখানকার উল্লেখযোগ্য স্হপতি কীর্তি-গুলো হলো—দেওয়ান-ই-আম, সম্রাটের সিংহাসন প্রভৃতি। তাছাড়াও পাঁচমহল, বীরবর প্রসাদ, হিরণ মিনার, মরিয়ম গৃহ, জাম-ই-মসজিদ, সেক সেলিম চিস্তির সমাধি মন্দির ইত্যাদি।

বিজাপুর ঃ আদিলশাহী সুলতানের রাজধানী। সুবিশাল গোল গম্বুজের জন্য বিখ্যাত।

বুদ্ধগয়া ঃ বিহারের গয়া জেলায় নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্হিত বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র।

ভুবনেশ্বর ঃ উড়িষ্যার বর্তমান রাজধানী এখানকার লিঙ্গরাজ মন্দির বিখ্যাত।

সারনাথ ঃ বেনারসের ছয় মাইল দূরে অবস্থিত বৌদ্ধ তীর্থ। গৌতমবুদ্ধ সর্বপ্রথম এখানেই উপদেশ দান করেন।

।। রাষ্ট্রীয় সম্মান ও নানাবিধ পুরস্কার ।।

ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের জ্ঞানীগুণিদের সম্মানজনক 'উপাধি' দানের ব্যবস্থা করেন। কেবলমাত্র ১৯৭৮-৭৯ সাল ব্যতীত অদ্যাবধি চালু আছে।

ভারত রত্নই ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী উপাধি বিতরণ করে থাকেন।

॥ সামরিক বাহিনীতে ॥

দক্ষতা ও বীরত্বের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগ্যতার ক্রম অনুসারে নিম্ন পুরস্কারগুলো দেওয়া হয়।

১। পরম-বীর চক্র ২। মহাবীর চক্র ৩। অশোক চক্র।

॥ "ভারতীয় জ্ঞান পীঠ পুরস্কার" ॥

১৯৫৬ সালে ভারতে প্রথম এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। বিশিষ্ট শিল্পপতি শান্তিপ্রসাদ জৈন 'ভারতীয় জ্ঞান পীঠ' পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য পূর্বে ছিল এক লক্ষ টাকা কিন্তু বর্তমানে হয়েছে দেড় লক্ষ টাকা।

॥ "নেহেরু পুরস্কার" ॥

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বোঝা পড়ার জন্য এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালে প্রথম এই পুরস্কারের সম্মান পান উ থাণ্ট।

॥ "বিদ্যাসাগর পুরস্কার" ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৯ সাল থেকে এই পুরস্কার ব্যবস্থা চালু করেছেন। এর অর্থমূল্য ১০ হাজার টাকা।

॥ "ম্যাগসাগে পুরস্কার" ॥

১৯৫৭ সালে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ফিলিপাইন-এর প্রেসিডেণ্টের নামে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ২০ হাজার ডলার।

॥ "নোবেল পুরস্কার" ॥

নোবেল পুরস্কার আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ডাঃ আলফ্রেড নোবেল (১৮৩৩-৯৬ খ্রীঃ) সুইডেনের খ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। বিস্ফোরক পদার্থ ডিনামাইনের তিনি আবিষ্কর্তা। তাঁর জীবনের সঞ্চিত সম্পত্তির বার্ষিক আয় থেকে প্রতি বছর ৬টি বিষয়ে যথা—(১) সাহিত্য, (২) শান্তি, (৩) পদার্থ বিজ্ঞান, (৪) রসায়ন বিদ্যা, (৫) ভেষজ বিজ্ঞান ও শরীর তত্ত্ব, (৭) অর্থবিজ্ঞান। প্রতি দুই বা ততোধিক মনীষীকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ভারতীয় মুদ্রায় এর মূল্য প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা। ভারত এই পুরস্কার ৩ বার পেয়েছে। তাঁর মধ্যে প্রথম ভারতীয় পুরস্কার পান কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

॥ "লেনিনশান্তি পুরস্কার" ॥

সোভিয়েত সরকার এইপুরস্কার দিয়ে থাকেন আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনে বিশেষ অবদানের জন্য।

॥ 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার" ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন। প্রথম এই পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯৫০ সালে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্য গ্রন্থ। এই ৩টি বিষয়ের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। কবিগুরুর জন্মদিনে এই পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁদের অমর অবদান রয়েছে

॥ ইংরেজকে যেতে হলো ॥

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ভারত ব্রিটিশ শাসনের অধীন ছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব সিরাজদৌল্লার পরাজয়ে ইংরেজরা এদেশে নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তার আরম্ভ করে ক্রমে সারা ভারতের শাসনভার হস্তগত করে নিল। প্রায় পৌনে দু শত বছর ইংরেজদের অধীন থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন করতে যেয়ে কত ভারতীয় যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তার সঠিক হিসেব নেই।

দীর্ঘদিনের শাসন-শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন নির্ভীক ভারতের সন্তান দল। তাঁরা শুরু করেছেন স্বাধীনতা আন্দোলন। এই আন্দোলনের শরিক হয়েছেন আপামর ভারতের জনগণ। কত অত্যাচার করা হয়েছে তাঁদের উপর। আন্দোলনকারীদের উপর (নারী-পুরুষ) নির্বিচারে লাঠি চার্জ, গুলি ও বিনা বিচারে জেলে আটক রেখেছেন। কত মানুষকে বিচারের নামে প্রহসন করে ফাঁসী দেওয়া হয়েছে।

তবু স্বাধীনতা আন্দোলন দমিত হয়নি। সত্য সত্য একদিন ব্রিটিশ সিংহকে এদেশে ছেড়ে যেতে হলো। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে তাদের নিয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা কাল থেকে পর পর আলোচিত হবে—

সিপাহি বিদ্রোহ (১৭৫৭ খ্রী)ঃ

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। সালটি ছিল ১৭৫৭। এই আন্দোলনে সিপাই-দের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে এ বিদ্রোহকে "সিপাহি বিদ্রোহ" বলা হয়। মূলতঃ সিপাহি বিদ্রোহ হলেও ভারতে নানা জায়গায় এর জন সমর্থন ও জাতীয় অভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছিল। অবশ্য ইংরেজ তাদের সর্বশক্তি দিয়েই এ বিদ্রোহ দমন করেছিল।



রাজা রামমোহন

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩)ঃ

হুগলী জেলায় রাধানগর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। তিনি নানা ভাষা ও নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। সমস্ত দেশ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে ছিল তখনই তাঁর আবির্ভাব। তাঁর একান্ত পরিশ্রমে দেশে ইংরেজী শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল। 'সতীদাহ' প্রথা নিবারণে তাঁর ভূমিকা ছিল অসাধারণ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১)ঃ

আসল নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

গ্রামে। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যায় তিনি যেমন পণ্ডিত ছিলেন, দানেও, দানবীর ছিলেন। পিতা-মাতার প্রতি অগাধ ভক্তি ছিল। তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন। জীবনে তিনি অনেক বই লিখে গেছেন। তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—১৮৮৭) :

ঊনবিংশ শতাব্দী। দেশে দেখা দিয়েছে নব জাগরণ। পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়"। বাংলা এই গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপামর জন সাধারণ দেশ প্রেমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬—১৮৮৬) :

লেখাপড়া অতি সামান্য। কিন্তু তিনি সহজ ও সরল উপমার সাহায্যে জটিল প্রশ্নের সমাধান করে দিতেন। তিনি একজন সাধক ও অবতার স্বরূপ। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। সব ধর্মের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। "যত মত তত পথ"। একথা তিনিই বলে গেছেন। বিবেকানন্দ, গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি তাঁর শিষ্য ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪) :

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা। জন্ম ২৪ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী। তিনি ছিলেন দেশাত্মবোধ ও স্বজাত্যবোধের

ঋত্বিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। এক সময় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।



বিবেকানন্দ

ভাষা ও উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে তিনি ছিলেন পথিকৃত।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২—১৯০২) ঃ

বাল্যনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। দক্ষিণেশ্বরের ঋষি ও মহাপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। তাঁর বাণী মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দেয়। হিন্দু ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত শিবজ্ঞানে জীব সেবার উদ্দেশ্যে তিনি মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮ –১৯২৫) ঃ

আই. সি. এস পাশ করার পর উচ্চ রাজকর্মচারী কর্মজীবনের সূচনা করেন। প্রশাসনে ত্রুটি-বিচ্যুতির অভিযোগে সরকারী পদ থেকে অপসারিত হন। এর পরই তিনি দেশ সেবায় নিজেকে সঁপে দেন। তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদে দুবার নির্বাচিত হন।



উমেশচন্দ্র

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ (১৮৪৪—১৯০৬)

১৮৮৫ খৃীঃ ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের

জন্ম হয়। তার প্রথম অধিবেশন হয় বোম্বাই-এ। তিনি তার সভাপতি হন। ১৮৬৮ খ্রীঃ ব্যারিষ্টারী পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৮৯২ খ্রীঃ কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেন।

বাল গঙ্গাধর তিলক ঃ

মহারাষ্ট্রের মুকুটহীন রাজা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট রাজনৈতিক, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক ছিলেন। ইংরেজ সরকারের রোষে পড়ে তাঁকে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। ১৯২০ খ্রীঃ ১লা আগষ্ট লোকমান্য তিলকের মৃত্যু হয়।



বাল গঙ্গাধর তিলক

লালা লাজপৎ রায় (১৮৬৫—১৯২৮) ঃ

পাঞ্জাব তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা। রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে ছিলেন চরমপন্থী। তিনি বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতাদের সমসাময়িক।



লালা লাজপৎ রায়

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন সাইমন আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন একটি বিক্ষোভ মিছিলের পুরোভাগে থাকা কালে পুলিশের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়ে কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যু

হয়। চরমপন্থী নেতৃত্বই একদিন লাল-বাল-পাল নামে অভিহিত হতো।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫২—১৯৩২) ঃ


বিপিনচন্দ্র পাল

জন্ম শ্রীহট্ট জেলায়। তিনি প্রখ্যাত নেতা; বাগ্মী, প্রতিভাশালী মনস্বী ও নব্য বাংলার স্রষ্টা ছিলেন। সাংবাদিক হিসেবেও তিনি স্মরণীয় ছিলেন। ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্দীপিত করেছিলেন বলে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে ভারতের স্বাধীনতার দাবির সমর্থনে প্রচার কার্য চালান।

মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯—১৯৪৮) ঃ

জাতির জনক ছিলেন তিনি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান যথেষ্ট। জন্ম ২রা অক্টোবর। এ দিবসটি জাতীয় দিবস রূপে আজও পালিত হয়। প্রথম অবস্থায় ব্যারিষ্টার হিসেবে ব্যবসা শুরু করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ এক মামলার দায়িত্ব নিয়ে আফ্রিকা যান। সেখানকার বর্ণ বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকারের নানা অত্যাচারের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। দীর্ঘ ২১ বৎসর পর গান্ধীজী ভারতে স্থায়ী ভাবে ফিরে এলেন।

১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে গান্ধীজী শুরু করেন অসহযোগ আন্দোলন। গান্ধীজীর

ডাকে সাড়া দিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ নেতারা। আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলন করে তিনি কারাবরণ করেন।

১৯৪৭ খ্রীঃ ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হল। ১৯৪৮ খ্রীঃ ৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজী শহিদ হন।


মতিলাল নেহেরু

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু (১৮৬৪—১৯৩১) :

১৯১৯ খ্রীঃ তিনি কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলে যোগ দেন ও ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। আইনজীবী রূপেই প্রথম তার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে কয়েকবার কারাভোগও করেন।


ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭—১৯১১) :

পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। ১৮৯৫ খ্রীঃ বেদান্ত প্রচার কার্যে বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে গেলে মার্গারেটকে প্রথম দেখেন। তিনি

মার্গারেটকে ভারতে নিয়ে আসেন। ভারতে এসে তিনি সারদা দেবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দিয়ে নূতন নাম দেন 'নিবেদিতা'। তখন থেকেই তিনি সমাজ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৯০৫ সাল থেকে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। সকলের কাছে তিনি ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা রূপে। ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিং-এ ভগিনী নিবেদিতার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০—১৯২৫):

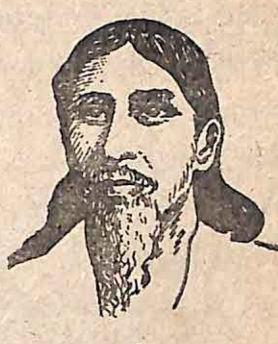
ব্যারিষ্টার রূপে কর্মজীবনে শুরু। আলিপুর বোমার মামালায় অরবিন্দ, বারীন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করে তিনি যে ভাবে সাওয়াল করলেন তাতে তাঁরা সকলেই মুক্তি পান। আইনজ্ঞ হিসেবে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর মহান ত্যাগে দেশবাসী তাঁর নাম দিলেন 'দেশবন্ধু'। আইন ব্যবসা করে তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার সব কিছু দেশের সেবায় দান করে যান।


চিত্তরঞ্জন দাস

শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২—১৯৫০):

বিলাতে আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেখানে চাকরীর

ডাক আসা সত্ত্বেও মনোনিত হয়নি। দেশে ফিরে বরোদা কলেজে অধ্যাপনার পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি বঙ্গদেশে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠন করেন। তাঁর প্রেরণায় বাংলার বহুতরুণ বিপ্লব কর্মে যোগ দেন। এক সময় কারাবরণও করেন। কারাজীবনেই তাঁর পরিবর্তন আসে। মুক্তি লাভকরার পর তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন।



অরবিন্দ

বারীন ঘোষ (১৮৮০—১৯৫৯) ঃ

অরবিন্দের ছোট ভাই। পাটনা কলেজে পড়ার সময়কাল থেকেই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করে। বাংলা বিপ্লবীদের সংগঠনে তিনি প্রধান ভূমিকা নেন। কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে তিনি মজঃফরপুরে পাঠান। মুরারি পুকুরের বাগান বাড়ীতে তাঁর পরিকল্পনায় বোমা তৈরী হ'ত। এখান থেকেই তিনি গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। শেষ বয়সে বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।



ক্ষুধিরাম বসু

ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯—১৯০৮)ঃ

ক্ষুদিরাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ। সত্যেন বসুর নিকট তিনি বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা পান। বারীন ঘোষের নির্দেশ পেয়ে তিনি

মজঃফরপুর যান কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্যে। সঙ্গে ছিলেন প্রফুল্ল চাকী। কিংসফোর্ডের গাড়ী লক্ষ্য করে বোমাও ছোঁড়েন কিন্তু কিংসফোর্ড সে গাড়ীতে ছিলেন না। সে গাড়ীতে ছিলেন দুজন ইংরেজ মহিলা। তারাই নিহত হয়। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ হয়। ১৯০৮ খৃীস্টাব্দের ১১ই আগষ্ট সে আদেশ কার্যকরী হয়। প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই নিজের রিভলবারের গুলিতেই আত্মহত্যা করেন। দিনটি ছিল ১৯০৮, ১লা মে।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৮০—১৯১৫)ঃ

ভারতের মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম শহীদ "বাঘা যতীন"। তিনি প্রথম ১৯১০ সালে কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর জার্মান থেকে অস্ত্র আনার পরিকল্পনা করেন। সেই উদ্দেশ্যে মানবেন্দ্র রায়কে জাপান পাঠান। ফেভারিট নামক জাহাজে ভারতের উপকূলে অস্ত্র আসার কথা ছিল। ঐ অস্ত্র খালাস করে বালেশ্বর রেল লাইন অবরোধ করবে ইংরেজ সৈন্যরা যাতে কলকাতায় না আসতে পারে। সেই পরিকল্পনা নিয়ে তিনি কয়েকজন সঙ্গী সহ ময়ূরভঞ্জ যান।



বাঘাযতীন

কিন্তু দলের একজন এ খবর পুলিশকে জানিয়ে দিলে তাঁরা সেখান থেকে পালিয়ে বুড়ি বালামের তীরে আশ্রয় নেন। কিন্তু পুলিশও

তাদের ধরার জন্য সেখানে উপস্থিত হলে উভয়ের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ধরে সংগ্রাম চলে। সেই অসম যুদ্ধে চিত্তপ্রিয় চৌধুরী নিহত হন। যতীন্দ্রনাথ দাস (বাঘা যতীন) আহত হয়ে হাসপাতালে মারা যান। বিচারে মনোরঞ্জন ও নীরেন দাসের ফাঁসী হয়। জ্যোতিষ পালের হয় দ্বীপান্তর।

সূর্যসেন (মাষ্টার দা) (১৮৯৩—১৯৩৪) ঃ

স্কুল মাষ্টার সূর্যসেন সকলের কাছে 'মাষ্টারদা' নামেই পরিচিত ছিলেন। চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানের সাহসী যুবকদের নিয়ে তিনি একটি বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। পুলিশ তাঁকে ধরার জন্যে হন্যে হয়ে ফেরে।


সূর্যসেন

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল সর্বাধিনায়ক মাষ্টার দা নিজের ৬৫ জন অসম সাহসী যুবকদের নিয়ে দুটি অস্ত্রাগার, পুলিশ লাইন, ডাক ও তার অফিস একসঙ্গে আক্রমণ করে তা দখল করেন। তাঁর সফল অভিযানে শুধু চট্টগ্রাম কেন সারা ভারতে তা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, খালার পোল ও জালালাবাদের খণ্ড যুদ্ধে তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের আত্মত্যাগ ও রণকৌশল আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ১৯৩৪ খৃঃ ১২ই জানুয়ারী তাঁর ফাঁসী হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) ঃ

কলকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে জন্ম। তিনি ছিলেন কবি,

নাট্যকার, প্রবন্ধকার, উপন্যাসিক ও সঙ্গীত রচয়িতা। ১৯১৩ খৃঃ 'গীতাঞ্জলী' কাব্যগ্রন্থের জন্য 'নোবেল পুরস্কার' পান। তাঁর রচিত দেশাত্ম-বোধক গানগুলো স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশবাসীকে নানা ভাবে সাহায্য করেছে।



রবীন্দ্রনাথ

ইংরেজদের দেওয়া 'স্যার' উপাধি তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ত্যাগ করেন। দেশের বড় বড় নেতারা রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে সম্বোধান করতেন। বর্তমান ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জন-গণ-মন···তাঁরই রচনা।

জহরলাল নেহেরু (১৮৮৯—১৯৬৪) :

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী তিনি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক ছিলেন। পিতা ছিলেন মতিলাল নেহেরু।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার রূপে কর্মজীবনের শুরু। তার পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। বহুবার তিনি কারাবরণ করেন। তিনি অনেকবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলে তিনিই প্রধান মন্ত্রীর পদে বসেন। আমৃত্যু তিনি ঐ পদে ছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭—১৯৪৫ ?) :

ভারতের বীর সন্তান। তীব্র দেশাত্মবোধের জন্য ছাত্রজীবন থেকেই

নানা দণ্ড ও লাঞ্ছনা ভোগ করেন। গান্ধীজীর ইচ্ছায় তিনি ১৯৩৭ খৃীঃ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু ক্রমেই গান্ধীজীর সাথে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিলে তিনি স্বইচ্ছায় সভাপতির পদে ইস্তফা দেন। নিজে 'ফরোয়ার্ড ব্লক দল' গঠন করেন।

জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ কালে তিনি কয়েকবার কারা বরণ করেন। মুক্তির পর ১৯৪১ খৃীঃ স্বগৃহে অন্তরীণ থাকা কালে একদিন অকস্মাৎ অন্তর্ধান করেন। বহুদিন অজ্ঞাত থেকে ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে অবশেষে তিনি বার্লিনে পৌছান।



সুভাষচন্দ্র বসু

ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুরে জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে একটি বিশাল দল গঠন করেন নাম 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'। সুভাষচন্দ্র এই দলের দায়িত্বভার নিজের হাতে নেন। ১৯৪৫ খৃীঃ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের সাথে ইংরেজ-দের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যে সমস্ত সংগ্রাম হয় তাতে উপযুক্ত সমর সজ্জার অভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রাথমিক পরাজয় ঘটলেও জনগণ সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' নামেই অভিহিত করেন। নানা ভাবে ইংরেজরা বাধা পেয়ে শেষে ভারতকে স্বাধীনতা দানের সংকল্প নেন।

'নেতাজী' কিন্তু আজও দেশে ফিরে আসেন নি। নেতাজীর 'জয় হিন্দ' ধ্বনী আজও ভারতের জাতীয় ধ্বনী হিসেবেই স্বীকৃতি লাভ করেছে।

নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে বলে যে প্রচার করা হয়েছে দেশবাসী তা আজও বিশ্বাস করেন না।

॥ ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষা ॥

(অতীত ভারত)

সাহিত্যে—বানভট্ট ও দণ্ডি।

কাব্যে—শ্রীহর্ষ,ভারবী, মাঘ ও কালিদাস।

বীজগণিতে—লীলাবতী, শ্রীধর আচার্য।

দর্শনে—শংকরাচার্য, পাতঞ্জল, জৈমিনি, ব্যাস ও গৌতম।

অর্থশাস্ত্রে—চাণক্য।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে—বরাহ, মিহির, খনা, ভাস্করাচার্য।

বিজ্ঞানে—আর্যভট্ট।

(বর্তমান ভারত)

সাহিত্যে—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, সমরেশ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কাব্যে—রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, নজরুল, মোঃ ইকবাল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি।

দর্শনে—ডঃ রাধাকৃষ্ণান, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ডঃ ব্রজেন শীল ও মহেন্দ্র।

অর্থশাস্ত্রে—অধ্যাপক বিনয় সরকার ও স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর।

বিজ্ঞানে—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সি. ভি. রমণ, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ হোমি, ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

ইতিহাসে—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্যার যদুনাথ সরকার, ডঃ ডি. আর ভাণ্ডারকর প্রভৃতি।

যাদু বিদ্যায়—পি.সি. সরকার।

ব্যবসায়ে—জামসেদজী টাটা, আর. এন. মুখার্জী, আলামোহন দাস, গোয়েংকা, জি. ডি. বিড়লা প্রভৃতি।

॥ ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ॥

প্রঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরী করার মূল উদ্দেশ্য কি ?

উঃ দেশকে উন্নস, সমৃদ্ধশালী, সুদৃঢ়, সর্বাঙ্গ সুন্দর, সুরক্ষিত করাই এ পরিকল্পনা করার মূল উদ্দেশ্য।

প্রঃ এই পরিকল্পনার খসড়া রিপোর্ট প্রণয়ন হয় কবে ? তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী কে ছিলেন ?

প্রথম ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে। তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।

প্রঃ এই পরিকল্পনা রূপায়ণে দেশবাসীর কি লাভ হয় ?

উঃ এখ পরিকল্পনা রূপায়ণে দেশবাসীর কাছে পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, সুচিকিৎসা, চাকুরীর সুযোগ লাভ, উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি গ্রহণে যথেষ্ট উপকার হয়।

প্রঃ এই পরিকল্পনা রূপায়ণে ভারতে কি উন্নতি দেখা দিয়েছে ?

উঃ এই পরিকল্পনা রূপায়ণে যা ফল পাওয়া গেছে তা হল—

ভারতীয় জাতীয় আয় শতকরা	১৮ ভাগ	বেড়েছিল
,, খাদ্যশস্য উৎপাদন ,,	১১ ভাগ	,,
,, শিল্প পিছু আয় ,,	৩৯ ভাগ	,,
,, মাথা পিছু আয় ,,	১১ ভাগ	,,
,, কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন ,,	২২ ভাগ	,,

এবং জাতীয় ক্রয় ক্ষমতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রঃ ১৯৮৪-৮৫ বার্ষিক পরিকল্পনার বরাদ্দ কত?

উঃ ৩০,১৩২ কোটি টাকা।

প্রঃ এই সব পরিকল্পনার টাকা কিভাবে আসে?

উঃ দেশের সঞ্চয় ভাণ্ডার ও বিদেশ থেকে সাহায্য নিয়ে।

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ॥

প্রঃ জাতি সঙ্ঘ কি?

উঃ U.N.O. পুরো নাম United Nation Organization.

প্রঃ U. N. O. কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উঃ ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল।

প্রঃ এর সদর দপ্তর কোথায়? উঃ নিউ ইয়র্কে।

প্রঃ জাতি সঙ্ঘের প্রধান শক্তি কয়টি ও কি কি?

উঃ মোট ৫টি রাষ্ট্র।

১। আমেরিকা, ২। রাশিয়া, ৩। জনগণতন্ত্রী চীন,

৪। বৃটেন, ৫। ফ্রান্স।

প্রঃ রাষ্ট্র সঙ্ঘে ভারত কি?

উঃ ৫১টি রাষ্ট্রের মূল সভ্যের মধ্যে 'ভারত' একটি।

প্রঃ ভিটো কি?

উঃ মূল ৫টি সদস্য রাষ্ট্রের যে-কোন একটি কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট না দিয়ে সেই প্রস্তাবকে নাকচ করার ক্ষমতা।



পৃথিবীর খবরাখবর

প্রঃ পৃথিবী কি ? উঃ পৃথিবী একটি গ্রহ।

প্রঃ পৃথিবীর শতকরা কত ভাগ জল ও কত ভাগ স্থল ?

উঃ শতকরা ৭০ ভাগ জল এবং ৩০ ভাগ স্হল।

প্রঃ পৃথিবীতে কটি মহাদেশ ? উঃ সাতটি।

প্রঃ পৃথিবীতে কয়টি মহাসাগর আছে ? কি কি ?

উঃ পাঁচটি। প্রশান্ত মহাসাগর, আটলাণ্টিক মহাসাগর, ভারত মাহাসাগর, সুমেরু মহাসাগর ও কুমেরু মহাসাগর।

।। পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় বিষয় ।।

প্রঃ পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোন্‌টি ?

উঃ এশিয়া। চার কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ বর্গ কি. মি.।

প্রঃ পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ কোন্‌টি ? উঃ সোভিয়েট রাশিয়া।

প্রঃ বৃহত্তম মহাসাগর কোনটি ? প্রশান্ত মহাসাগর।

প্রঃ বৃহত্তম দ্বীপ কোন্‌টি ? উঃ ইন্দোনেসিয়া।

প্রঃ বৃহত্তম শহর ? উঃ লণ্ডন।

প্রঃ বৃহত্তম প্রাসাদ কোন্‌টি ? উঃ ভাটিকাজ (রোম)।

প্রঃ সর্ব বৃহৎ গীর্জা কোন্‌টি ?

উঃ সেণ্ট পিটার গীর্জা (রোম)।

প্রঃ বৃহত্তম মরুভূমি কোন্‌টি ? উঃ সাহারা মরুভূমি।

প্রঃ বৃত্তহম নদী কোনটি ?

উঃ মিশরের নীলনদ।

প্রঃ উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গটির নাম কি ?

উঃ এভারেস্ট।



হিমালয় পর্বত মালা

প্রঃ উচ্চতম পর্বত শ্রেণী কোন্‌টি ?

উঃ হিমালয় পর্বত মালা।

প্রঃ বৃহত্তম মন্দির কোন্‌টি ?

উঃ আঙ্কোরভাট (কাম্বোডিয়া)।

প্রঃ বৃহত্তম মসজিদ কোন্‌টি ? উঃ দিল্লীর জুম্মা মসজিদ।

প্রঃ পৃথিবীর বৃহত্তম রেল স্টেশন কোন্‌টি ?

উঃ গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টারমিন্যাল নিউইয়ার্ক, ৫৫০টি ট্রেন এবং ১,৮০,০০০ জন লোক প্রতিদিন যাতায়াত করে।

প্রঃ দীর্ঘতম প্রাচীর কোন্‌টি ? উঃ চীনের প্রাচীর।

প্রঃ উচ্চতম মূর্তি কোন্‌টি ?

উঃ নিউইয়র্কের Statue of Liberty ৩০৫ ফুট।

প্রঃ পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা কত ?

উঃ ৪৪৫ কোটির অধিক।

প্রঃ 'ডেড সী' কি ?

উঃ ইজ্রায়েল ওজর্ডন রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্হানে অবস্হিত একটি হ্রদ

প্রঃ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাজ্য কোন্‌টি ?

উঃ ভ্যাটিক্যান সিটি।

প্রঃ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বস্তু কি ? উঃ পজিট্রন।

প্রঃ সমুদ্রের বধূ কোন্ দেশকে বলা হয় ?

উঃ গ্রেট-বৃটেনকে।

প্রঃ কোন্ দেশকে সূর্য উদয়ের দেশ বলা হয় ?

উঃ জাপানকে।

প্রঃ সবচেয়ে ভারী ধাতু কি ? উঃ ইউরেনিয়াম।

প্রঃ নদী মাতৃক দেশ কোন্ দেশকে বলা হয় ?

উঃ বাংলাদেশকে।

প্রঃ পঞ্চনদের দেশ কাকে বলা হয় ? উঃ পাঞ্জাবকে।

প্রঃ পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগারের নাম কি ?

উঃ আমেরিকায় অবস্থিত ইউনাইটেড স্টেট লাইব্রেরী অব কংগ্রেস।

প্রঃ বৃহত্তম রেলসেতু কোন্‌টি ?

উঃ আফ্রিকার মোজাম্বিক-এ লোয়ার জাম্বেসী ১২০,৬৪ ফুট।

প্রঃ পৃথিবীর ঝুলন্ত সেতু কোন্‌টি ?

উঃ কাডার কুইবেক ঝুলন্ত সেতু।

প্রঃ বৃহত্তর চিড়িয়াখানা কোন্‌টি ?

উঃ দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার এথোসা রিজার্ভ।

প্রঃ পৃথিবীর বৃহত্তম স্টেডিয়াম কোন্‌টি ?

উঃ প্রাগ-এর স্ট্রং হব স্টেডিয়াম। দর্শক সংখ্যা ২,৪০,০০০।

প্রঃ পৃথিবীতে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় কোথায় ?

উঃ মৌসিনরাম, মেঘালয়ের চেরা-পুঞ্জির স্থান দ্বিতীয়।

প্রঃ ভুস্বর্গ কোন্ স্থানকে বলে? উঃ কাশ্মীরকে।

প্রঃ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ কোন্‌টি?

উঃ ভারত।

প্রঃ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় মামলা কোন্‌টি?

উঃ ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা।

প্রঃ বৃহত্তম জাহাজ কোন্‌টি?

উঃ কুইন এলিজাবেথ (ইংলণ্ড)।

প্রঃ দীর্ঘতম বাঁধ কোন্‌টি?

উঃ যসিরেটা-আর্জেন্টিনা, ৭২ কি. মি.।

প্রঃ বৃহত্তম সিনেমা হল কোন্‌টি? উঃ রক্সি (নিউইয়র্ক)।

প্রঃ 'প্রাচ্যের লিভারপুল' কাকে বলে?

উঃ সিঙ্গাপুর বন্দরকে।

প্রঃ চীনের দুঃখ কাকে বলে? উঃ হোয়াং হো নদীকে।

প্রঃ 'সোনার শহর' কোন্ শহরকে বলা হয়?

উঃ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ শহরকে।

প্রঃ নিশীথ সূর্যের দেশ কোন্ দেশকে বলা হয়?

উঃ নরওয়েকে।

।। পৃথিবীর কয়েকটি দেশের সময়ের ব্যবধান ।।

ভারতীয় সময় যখন দুপুর ১টা সেই সময়

১।	বাংলাদেশের	(দুপুর)	১ টা ৩০ মিনিট
২।	প্যারিস	(সকাল)	৬ টা ৩০ মিনিট
৩।	লাহোর	(দুপুর)	১১ টা ৫৫ মিনিট
৪।	লন্ডন	(সকাল)	৬ টা ৩০ মিনিট

৫।	মস্কো	(সকাল)	৮ টা ৩০ মিনিট
৬।	রোম	(সকাল)	৭ টা ৩০ ,,
৭।	বার্লিন	(সকাল)	৭টা ৩০ ,,
৮।	হংকং	(দুপুর)	২টা ৩০ ,,
৯।	সিঙ্গাপুর	(দুপুর)	১টা ৩০ ,,
১০।	টোকিও	(বিকাল)	৩টা ৩০ ,,
১১।	রেঙ্গুন	(দুপুর)	১টা ৩০ ,,
১২।	নিউইয়র্ক	(রাত্রি)	১টা ৩০ ,,
১৩।	ভিয়েনা	(সন্ধ্যা)	৭টা ৩০ ,,
১৪।	সিডনি	(সন্ধ্যা)	৪টা ৩০ ,,

পৃথিবীর কয়েকটি দেশের পার্লামেণ্টের (আইন পরিষদ) নাম

১। ভারত—সংসদ লোকসভা
২। রাশিয়া—সুপ্রীম সোভিয়েট (ন্যাশনাল এসেম্বলী)
৩। চীন—পিপলস্ কংগ্রেস
৪। পাকিস্হান – মজলিস-ই-শুরা
৫। ইংল্যান্ড—পার্লামেণ্ট
৬। আমেরিকা—কংগ্রেস
৭। বাংলাদেশ - জাতীয় সংসদ
৮। জাপান—ডায়েট
৯। স্পেন—কর্টেস
১০। ইটালী—সিনেট
১১। মিশর—বালাঁম্যান
১২। বুলগেরিয়া—সবরেঞ্জ
১৩। ফ্রান্স—চেম্বারঅফ ডেপুটিস
১৪। জার্মান (পঃ)—ব্যাণ্ডষ্ট্যাগ
১৫। নরওয়ে—ষ্টরটিং
১৬। ইরান—মজলিস
১৭। নেপাল—পঞ্চায়েৎ
১৮। ডেনমার্ক—ফোকেটিং
১৯। যুগোশ্লাভাকিয়া—স্কুপচিনা

পৃথিবীর কয়েকটি দেশের রাজধানী ও প্রচলিত মুদ্রা

দেশের নাম	রাজধানী	প্রচলিত মুদ্রা
১। ভারতবর্ষ	নয়াদিল্লী	রুপিয়া
২। পাকিস্থান	ইসলামাবাদ	টাকা
৩। বাংলাদেশ	ঢাকা	টাকা
৪। শ্রীলঙ্কা	কলম্বো	রুপি
৫। নেপাল	কাঠমুণ্ড	টাকা
৬। চীন	বেজিং	ইয়েন
৭। ইরাক	বাগদাদ	দিনার
৮। মিশর	কায়রো	পেইস্টার
৯। ফ্রান্স	প্যারিস	ফ্রাংক
১০। রাশিয়া	মস্কো	রুবল
১১। সৌদিআরব	রিয়াদ	রিয়াল
১২। স্পেন	মাদ্রিদ	পেস্‌তা
১৩। যুগোশ্লোভাকিয়া	বেলগ্রেড	দিনার
১৪। ইরান	তেহরান	রিয়াল
১৫। ভুটান	থিম্পু	টাকা
১৬। জাপান	টোকিও	ইয়েন
১৭। থাইল্যান্ড	ব্যাঙ্কক	বাত্‌
১৮। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	লণ্ডন	পাউণ্ড
১৯। কম্পুচিয়া	নম্‌পেন	রিয়াল
২০। নিউজিল্যাণ্ড	ওয়েলিংটন	পাউণ্ড
২১। আমেরিকা	ওয়াশিংটন	ডলার

॥ বিভিন্ন ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবিদের নাম ॥

(পৃথিবীর আদি কবি মহর্ষি বাল্মিকী)

ভাষা	নাম
বাংলা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ইংরেজী	সেক্সপীয়র
উর্দু	ইকবাল
হিন্দি	তুলসীদাস
ইটালীয়ান	দাঁতে
ফরাসী	প্রুধোঁ
সংস্কৃত	কালিদাস(মহাকবি)
গ্রীক	হোমার
রুশ	পুসকিন
পারসী	সা'দী
জার্মান	গ্যেটে
জাপানী	নোগুচি

॥ কোন্ ঘটনা কবে ? ॥

ঘটনা	সাল
১। প্রথম স্পুটনিক উৎক্ষেপণ	১৯৫৬
২। ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন	১৯৫২
৩। চীন ভারত যুদ্ধ	১৯৬২
৪। পাকিস্তান কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ	১৯৬৫
৫। কেনেডির হত্যাকাণ্ড	১৯৬৮
৬। ভারতের প্রথম পরমাণু বিস্ফোরণ	১৯৭৪
৭। রাষ্ট্র সংঘ গঠন	১৯৪৫
৮। চাঁদের বুকে মানুষের অবতরণ	৯১
৯। নন্দকুমারের ফাঁসী	১৭৭৫
১০। ফরাসী বিপ্লবের শুরু	১৭৮৯
১১। চীনে বিপ্লব	১৯০৮
১২। রাশিয়ার বিপ্লব	১৯১৭
১৩। ইংলণ্ডে দাস প্রথার অবসান	১৮৩৩
১৪। আমেরিকায় দাস প্রথার অবসান	১৮৬৩
১৫। মুজিবর রহমানের হত্যা	১৯৭৫
১৬। ভুট্টোর ফাঁসী হয়	১৯৭৯
১৭। বাংলাদেশের সামরিক শাসন	১৯৭৬
১৮। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড	১৯৮৪

॥ প্রিয় সম্মান যাঁরা পেয়েছেন ॥

প্রিয়সম্মান	প্রকৃত নাম
রাষ্ট্রগুরু	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারতরত্ন	ইন্দিরা গান্ধী
বিশ্বকবি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জাতির জনক	মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী
ভারতের বুল বুল	সরোজিনী নাইডু
সীমান্ত গান্ধী	আবদুল গফ্ফর খান
ফুয়েরার	হিটলার
পশ্চিমবঙ্গের রূপকার	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
বিবেকানন্দ	নরেন্দ্রনাথ দত্ত
কাকা	মুজাফর আহমেদ
আঙ্কেল হো	হো-চি-মিন
শান্তির মানব	লালবাহাদুর শাস্ত্রী

॥ নানা ধর্ম-কথা ॥

ধর্ম	ধর্মগ্রন্থ	প্রবর্তন করেন
হিন্দু ধর্ম	বেদ	প্রাচীন মুণিঋষিগণ
বৌদ্ধ ধর্ম	ত্রিপিটক	গৌতম বুদ্ধ
জৈন ধর্ম	অঙ্গ-উপাঙ্গ	মহাবীর জৈন
খ্রীষ্টান ধর্ম	বাইবেল	যীশুখ্রীষ্ট
শিখ	গ্রন্হসাহেব	গুরু নানক
ইসলাম ধর্ম	কোরাণ	হজরত মোহাম্মদ
পারসীক	জেন্দাবেস্তা	জুরুথ্রষ্ট

॥ প্রশ্ন ও উত্তরে আরো কিছু ॥

প্রঃ ভারতের বাইরে কে প্রথম হিন্দুধর্ম প্রচার করেন ?

উঃ স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রঃ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক কে ? উঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

প্রঃ বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঠ কোন্‌টি ?

লঃ তিব্বতের ড্রেংবু মঠ।

প্রঃ জাপানীদের জাতীয় ধর্ম কি ? উঃ সিণ্টোবাদ।

প্রঃ রামকৃষ্ণ মিশন কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

উঃ স্বামী বিবেকান্দ।

প্রঃ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ কি ?

উঃ ভারতের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের নিয়ে গঠিত সংঘ।

প্রঃ ইসকন কি ?

উঃ দেশী, বিদেশীদের নিয়ে গঠিত বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়।

প্রঃ পুরীর জগন্নাথ নন্দির কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

উঃ শুরু করেন পুরীর মহারাজা অনন্ত বর্মা। কিন্তু শেষ করেন রাজা ভীম সেন।

॥ কে কবে আবিষ্কার করেছেন ॥

কি	কে	দেশ	সাল
ঘড়ি (যান্ত্রিক)	পোপ সিভেস্টার	ফ্রান্স	৯৯৬
কাগজ	সাইলন	চীন	১১০৫
ছাপাখানা	জোহন গুটেনবার্গ	জার্মানী	১৪৫০
স্টিম ইঞ্জিন	জেমস ওয়াট	স্কটল্যাণ্ড	১৭৬৫

কি	কে	দেশ	সাল
থার্মোমিটার	জি. জি. ফারনহিট	জার্মানী	১৭১৪
গ্রামোফোন	এডিসন	আমেরিকা	১৮০৭
হাইড্রোজেন	হেনরী কাভেণ্ডিশ	ইংলণ্ড	১০৫৬
ডায়নোমা	ফ্যারাডে	ইংল্যান্ড	১৮৩১
ফটোগ্রাফি	লুই ডেগুয়েরে	ফ্রান্স	১৮৩৯
ফটোগ্রাফি রঙিন	লিপম্যান	ফ্রান্স	১৮৯১
দিয়াশলাই	জন ওয়কার	ইংল্যাণ্ড	১৮২৭
সেপটিপিন	ওয়াল্টার হাণ্ট	জার্মানী	১৮৪১
বাইসাইকেল	ম্যাকমিলিয়ান	স্কটল্যাণ্ড	১৮৪২
সেলাই কল	ইলিয়াস হাউরে	আমেরিকা	১৮৬৪
লিফট্	ওটিশ	আমেরিকা	১৮৫২
টাইপ রাইটার	সোলস্	আমেরিকা	১৮৬৮
টকি মেসিন	এডিসন	আমেরিকা	১৮৭৭
ফনোগ্রাফ	ওয়াটার ম্যান	আমেরিকা	১৮৭৭
ফাউণ্টেন পেন	ওয়াটার ম্যান	আমেরিকা	১৮৮৪
মোটর সাইকেল	গার্টলির ভেইনমার	জার্মানী	১৮৮৫
ছায়াচিত্র	এডিসন	আমেরিকা	১৮৯৩
সেপটিরেজার	সিলেট	আমেরিকা	১৯৫৮
রেডিয়াম	মাদাম ক্যুরী	ফ্রান্স	১৮৯৮
ইকমিক কুকার	ইন্দুমাধব মল্লিক	কলিকাতা	১৯০৬
নাইলন	কারুথাস	আমেরিকা	১৯৩৭
হেলিকপ্টার	সিকরখি	আমেরিকা	১৯৩৯
টেরিলিন কাপড়	ডিক্সান	লণ্ডন	১৯৪১
ডি. ডি. টি.	পলমুলার	সুইজারল্যাণ্ড	১৯৪১
স্ট্রেপ্টোমাইসিন	ডাঃ ওয়াক্সম্যান	আমেরিকা	১৯৪৫

কোন্ জিনিস কিসের সাহায্যে তৈরী হয়

কাঁচ ঃ সোডিয়াম, পটাঁস, সূক্ষ্ম বালি, সিলিকা এবং আরোও কিছু রসায়ন দ্রব্যের সংমিশ্রণে কাঁচ তৈরী হয়।

সাবান ঃ কস্টিক্ সোডার সংগে নানা জাতীয় তেল মিশ্রণ করে সাবান তৈয়ার করা হয়।

কাগজ ঃ বাঁশ, ঘাস, নরম কাঠ, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদির সাথে চূন ও ক্লোরিন মিশিয়ে কাগজ তৈরী করা হয়।

লেখার কালি ঃ নিরাকস ও মাজুফলের রস মিশিয়ে কালি তৈরী হয়।

ইস্পাত ঃ খনি থেকে লোহা তুলে তার সাথে কার্ব্বন এবং আরোও কয়েক প্রকার ধাতু মিশিয়ে ইস্পাত তৈরী করা হচ্ছে। ভারতের ভিলাইতে এইরূপ একটি কারখানা রয়েছে।

চীনামাটি ঃ কিউনিক নামক একপ্রকার মিহি মাটির দ্বারা কাপ, প্লেট, গ্লাস প্রভৃতি চীনা মাটির বাসন তৈয়ার করা হয়। আমরা পোর্সিলিন বা চীনা মাটির যত জিনিষ ব্যবহার করে থাকি তা চীনের তৈরী নয়। আমাদের দেশেই তৈরী হচ্ছে।

সিমেণ্ট ঃ এক জাতীয় কাদা মাটির সাথে চুনাপাথর মিশিয়ে উত্তাপের সাহায্যে এ প্রস্তুত হয়।

কয়লা থেকে পাওয়া যায় ঃ ফিনাইল, গন্ধক, বেনজিন, আলকাতরা, পিচ ও ন্যাপথিন।

স্যাকারিণ ঃ আলকাতরা থেকে পাওয়া যায়।

কাঁসা ঃ টিন ও তামা মিশিয়ে তৈরী করা হয়।

স্মরণ রেখো

১। **ষড়দর্শন কি কি ?**—পূর্ব, মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, বৈশাসিক ও পাতঞ্জল।

২। **ষড়রস কি কি ?**—মধুর, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল ও কটু।

৩। **ষড়রিপু কি কি ?**-কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য।

৪। **সপ্তসমুদ্র কি কি ?**—দধি, ক্ষীর, ইক্ষু, লবন, সুরা, ঘৃত ও সাদুদক।

৫। **সপ্তঋষি কে কে ?**—বশিষ্ঠ, অত্রী, অঙ্গীরা, মরীচ, পুলস্ত, পুলহ ও ক্রুত।

৬। **ত্রিভুবন কি কি ?**—স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল।

৭। **দুই পক্ষ কি কি ?** কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ।

৮। **পঞ্চামৃত কি কি ?**—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি।

৯। **পঞ্চশস্য কি কি ?**-ধান, সরিষা, যব, তিল ও মুগ।

১০। **পঞ্চতীর্থ কি কি ?**—কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্কর।

জানা দরকার

খ্রীষ্টাব্দ কি ?—যীশুখৃস্টের জন্মের সময়কাল থেকে খ্রীষ্টাব্দ গোনা হয়। যেমন—১৯৮৬ সাল-এর অর্থ হল যীশুর জন্মের পর এক হাজার নয়শত ছিয়াশী বৎসর গত হয়েছে।

শকাব্দ কি ?—শক রাজা কনিষ্ক ৭৮ খৃীঃ সিংহাসনে বসেন। উত্তর ভারতে সেই সময় থেকেই শকাব্দ গোনা আরম্ভ হয়। অর্থাৎ

শকাব্দ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৭৮ বছর কম। সুতরাং ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে শকাব্দ হবে ১৯৮৬—৭৮ = ১৯০৮ শকাব্দ।

বঙ্গাব্দ কি ?—রাজা শশাঙ্ক যে দিন তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণে প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় থেকেই বঙগাব্দ বা বাংলা সাল গোনা হয়। খ্রীস্টাব্দ থেকে বঙগাব্দ ৫৯৩ বা ৫৯৪ বৎসর কম। তাই খ্রীস্টাব্দ ১৯৮৬ ৫৯৪ = ১৩৯২ সন।

যুদ্ধ ও যুদ্ধাস্ত্র

প্রঃ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ কবে হয়েছিল ?

উঃ (১) ১৯১৪ খ্রীঃ ৪ঠা আগস্ট আরম্ভ হয়েছিল। চলেছিল ১৯১৮ খ্রীঃ ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত। (২) ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

প্রঃ ট্যাঙ্ক কি ? উঃ ইহা এক প্রকার চলন্ত লোহ-দুর্গ বিশেষ।

প্রঃ মেশিনগান কি ? উঃ এক প্রকার বন্দুক যা দিয়ে-অতি দ্রুত গুলি বর্ষণ করা যায়।

প্রঃ পরমাণু বোমা কি ? উঃ ইহা অতি বিষ্ফোরক ও ধ্বংসকারী বোমা,। তৈরী করতে খরচ অত্যধিক।

প্রঃ ব্রেনগান কি ? উঃ হাল্কা ধরনের মেসিন গান।

প্রঃ রকেট কি ? উঃ এক প্রকার দ্রুতগামী ক্ষেপণাস্ত্র।

প্রঃ এ্যান্টি এয়ার ক্রাপট গান কি ? উঃ বিমান ধ্বংসী কামান।

প্রঃ গ্রেনেড কি ? উঃ ছোট্ট সেল যা হাত দিয়ে বা রাইফেল দিয়ে ছোঁড়া যায়।

প্রঃ সাবমেরিণ কি? উঃ ডুবো জাহাজ, বা জলের তলা দিয়ে চলে। প্রয়োজনে জলের উপরেও ভেসে উঠতে পারে।

প্রঃ হারপুণ কি? উঃ উড়োজাহাজ, যুদ্ধজাহাজ এবং ডুবো-জাহাজ হতে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক ক্ষেপাণাস্ত্র।

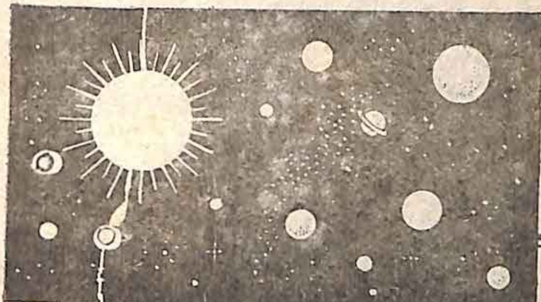
॥ কিছু সংক্ষিপ্ত শব্দ ও তার পুরোনাম ॥

B. A.—Bachelor of Arts (ব্যাচেলর অব আর্টস)।
B. Sc.— ,, ,, Science (ব্যাচেলর অব সায়েন্স)।
B. Com—,, ,, Commerce (ব্যাচেলর অব কমার্স)।
M. A.—Master of Arts (মাস্টার অব আর্টস)
M. Sc.— ,, ,, Science (মাস্টার অব সায়েন্স)
M. Com. ,, ,, Commerce (মাস্টার অব কমার্স)
B. B. C. —British Broadcasting Corporation (বৃটিশ ব্রোডকাস্টিং করপোরেশন)
M. P.—Member of Parliament (মেম্বার অব পার্লামেণ্ট)
M. L. A.—Member of Legislative Assembly (মেম্বার অব লেজিলেটিভ এসেম্বলি)।
B. D. O.—Bloek Development Officer (ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার)
N. C. C.—National Cadet Corps (ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস)
P.T.S.—Press Trust of India (প্রস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া)।
C. I. D.—Criminal Investigation Department (ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেসন ডিপার্টমেণ্ট)।

D.I.G.—Deputy Inspector General (ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল)।

G.P.O.—General Post Office (জেনারেল পোস্ট অফিস)

U.N.I.—United News of India—(ইউনাইটেড অফ ইণ্ডিয়া)



মহাকাশের কিছু কথা

প্রঃ মহাকাশ কি এবং কাকে বলে?

উঃ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড জায়গা তারই নাম মহাকাশ।

প্রঃ এখানে কি কি জিনিস রয়েছে?

উঃ এখানে রয়েছে গ্রহ, তারা, চন্দ্র, ধূমকেতু, ছায়াপথ ইত্যাদি।

প্রঃ আকাশ কি?

উঃ অসীম মহাকাশে যেটুকু অংশ আমরা চোখে দেখি তাকেই বলা হয় আকাশ।

প্রঃ পৃথিবী গোল একথা কোন্ ভারতীয় প্রথম বলেছেন?

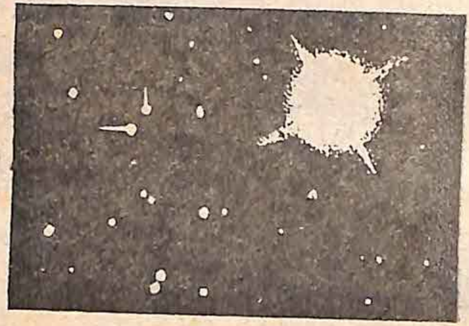
উঃ ভাস্কারাচার্য নামে এক ভারতীয় বিজ্ঞানী।

প্রঃ ছায়া পথ কি?

উঃ অনন্ত মহাকাশে ছড়ানো বিরাট আলোক পিণ্ডের ফেটে যাওয়া টুকরোগুলোকে নিয়ে এক একটি ছায়াপথ সৃষ্টি হয়েছে। মহাকাশে অন্তত হাজার কোটি ছায়াপথ আছে।

প্রঃ উপগ্রহ কাকে বলে?

উঃ গ্রহদের সঙ্গে আরোও ছোট তারা থাকে তাকে বলে উপগ্রহ।



গ্রহ ও উপগ্রহ

প্রঃ তারা ও গ্রহ কি?

উঃ আকাশে চন্দ্র, সূর্য ছাড়া আর যা কিছু আছে তাকেই তারা বলে। মহাকাশে কতকগুলো তারা আছে যাদের কোন আলো নেই অন্য তারার আলোয় আলোকিত হয়। এদের বলে গ্রহ।

প্রঃ সূর্য কি?

উঃ সূর্য গোলাকার উত্তপ্ত গ্যাসপূর্ণ আলোর একটি পিণ্ড।

প্রঃ সূর্য কি দিয়ে গঠিত?

উঃ সোনা, রূপা, সীসা প্রভৃতি ধাতু এবং হিলিয়াম, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাস দিয়ে প্রায় ৬০ রকম উপাদানে গঠিত।

প্রঃ ধ্রুবতারা কি ভাবে চেনা যায় ?

উঃ উত্তরাকাশে সারারাত একই স্থানে দেখা যায় বলে।

প্রঃ সপ্তর্ষি কি ?

উঃ সপ্তর্ষি হচ্ছে সাতটি তারার একটি নক্ষত্র।

প্রঃ কালপুরুষ কাকে বলে ?

উঃ কালপুরুষ একটি নক্ষত্রমণ্ডল। এতে প্রায় একশত তারা দেখা যায়। তারাগুলো এমনভাবে সাজানো দেখলে মনে হয় যেন একটা মানুষের চেহারা।

প্রঃ পৃথিবীর উজ্জ্বলতম তারা কয়টি ? উঃ ২০ টি।

প্রঃ সূর্য আমাদের থেকে কত দূরে ?

উঃ ৯, ১৪, ৪৭, ৩০০ মাইল দূরে।

প্রঃ সূর্যের উৎপত্তি কবে হয়েছে ?

উঃ বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে।

প্রঃ সূর্যের রং কেমন ?

উঃ সূর্যের রং প্রথমে ছিল নীল বা সাদা। তাপ বিকিরণ করতে করতে বর্তমানে সূর্যের রং হয়েছে হলদে তারার মত।

প্রঃ সূর্যের কলঙ্ক কি ?

উঃ চাঁদের মতো সূর্যের গায়েও কালো কালো দাগ দেখা যায়। এই কালো দাগগুলোকেই বলে সৌরকলঙ্ক।

প্রঃ গ্রহণ হয় কেন ?

উঃ ঘুরতে ঘুরতে এমন অবস্থায় আসে যখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়ে তখন হয় **সূর্যগ্রহণ**। আবার পৃথিবীর ছায়া যখন চাঁদের উপর পড়ে, তখন হয় **চন্দ্রগ্রহণ**। গ্রহণ পূর্ণিমা বা অমাবস্যা ছাড়া হয় না।

প্রঃ বিদ্যুৎ চমকায় কেন?

উঃ মেঘের জলকণাগুলোর মধ্যে তড়িৎ রয়েছে। মেঘে মেঘে ঘর্ষণেই বিদ্যুৎ চমকায়।

প্রঃ পূর্ণিমা বা অমাবস্যা কি?

ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে, তখন চাঁদের একটা দিক সূর্যের আলোতে সম্পূর্ণ আলোকিত হলেও পৃথিবীর দিকটা থাকে সম্পূর্ণ অন্ধকার। উহাই **অমাবস্যা**। আবার ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ যখন সূর্যের বিপরীতে যায় তখন সূর্যের আলো চাঁদে পড়াতে চাঁদকে সম্পূর্ণ আলোকিত দেখায়, তখন বলা হয় **পূর্ণিমা**।

প্রঃ চাঁদ কি?

উঃ চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর এক মাত্র উপগ্রহ।

প্রঃ চাঁদের কি আলো আছে?

উঃ চাঁদের নিজের কোন আলো নেই। সূর্যের আলোতেই চাঁদ আলোকিত?

প্রঃ আলো ও শব্দের গতি কত?

উঃ আলোর গতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল এবং শব্দের গতি হলো ১,১৪৪ ফিট।

প্রঃ প্রতিধ্বনী কি?

উঃ শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলন।

প্রঃ মঙ্গল গ্রহের ছোট্ট পরিচয় দাও।

উঃ পৃথিবীর পরেই মঙ্গলের স্থান। সূর্য থেকে চতুর্থ। সূর্য থেকে দূরত্ব ২২.৬ কোটি কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে অনেক ছোট। মঙ্গল গ্রহকে খালি চোখে লাল দেখায়।

প্রঃ স্পুটনিক কি ?

উঃ কৃত্রিম উপগ্রহ। রাশিয়া আকাশে মাঝে মাঝে নিক্ষিপ্ত করছে।

প্রঃ উল্কা কি ?

উঃ বজ্রখণ্ড মহাশূন্য থেকে ছুটে বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে ওঠে। উহাই উল্কা।

মহাকাশ অভিযান

প্রঃ মহাকাশে কি ভাবে যাওয়া যায় ?

উঃ রকেট বা হাউই-এর সাহায্যে মহাকাশে যাওয়া যায়।

প্রঃ মহাকাশে প্রাণী পাঠান হয়েছিল কেন ?

উঃ মহাকাশে জীবদেহের কিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব তা পরীক্ষা করার জন্যে।

প্রঃ মহাকাশে প্রথম মানুষ কে ?

উঃ প্রথম মহাকাশ যাত্রী মানুষ ইউরি গ্যাগারিণ। ১৯৬১ খ্রীঃ ১১ই এপ্রিল ভোস্তক—১ নামক মহাকাশ যানে—মহাকাশ যাত্রা করেন।

প্রঃ চাঁদের মাটিতে প্রথম মানুষের পদার্পণ ঘটে কবে ? প্রথম নভশ্চর কাঁরা ?

উঃ ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই চাঁদের মাটিতে ঘটেছে মানুষের প্রথম পদার্পণ। চাঁদের প্রশান্ত সাগর নামে পরিচিত এলাকার ধূসর সমতলে অবতরণ করেছিলেন দুজন মার্কিন নভশ্চর—**নীল আর্মস্ট্রং ও এডুইন অলডিন।**

মহাকাশে ভারতের গবেষণা ও সাফল্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত খবর ঃ

১৯৭৫ সালের ১৯শে মার্চ ভারতের মহাকাশ সংস্থার বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠিয়েছিলেন প্রথম উপগ্রহ। নাম **আর্যভট্ট**। এসব কিছু সম্ভব হয়েছিল রাশিয়ার বিজ্ঞানী ও তাদের দেওয়া রকেটের যন্ত্রপাতির সাহায্যে। আর্যভট্ট পৃথিবী থেকে মাত্র ৬২৩ কিলোমিটার উঠার পর ৯৬ মিনিটে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করে। প্রাচীন ভারতের একজন প্রতিভাধর জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদের নামানুসারে ভারতের প্রথম উপগ্রহটির নামকরণ করা হয়েছিল "আর্যভট্ট"।

প্রঃ মহাকাশে প্রথম সাফল্য লাভ করে কোন্ দেশ ?

উঃ রাশিয়া।

প্রঃ কোন্ মহিলা প্রথমে মহাকাশ পাড়ি দেন ?

উঃ রাশিয়ার ভ্যালেন্টিনা তেরেস কোভার।

প্রঃ প্রথম মার্কিণ মহাকাশচারী কে কে ?

উঃ চার্লস কলারুড্ ও গর্ডন কুপার।

প্রঃ প্রথম কে মহাশূন্যে পদচারণা করেন ?

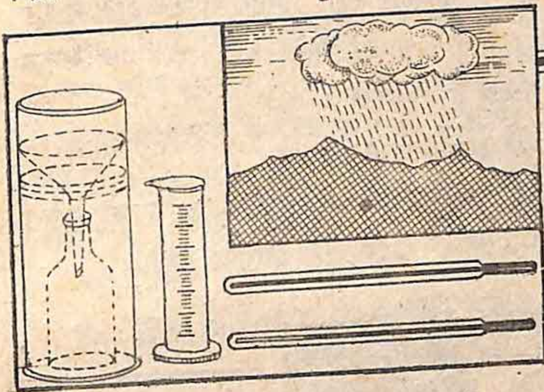
উঃ লিউনোভ (রাশিয়া)

প্রঃ চাঁদে প্রথম পরমাণু চালিত যন্ত্র স্থাপন করেন কারা ?

উঃ অ্যাপেলো ২২ তিন জন মহাকাশচারী (মার্কিন) কনরাড্ ও গারড্ন অ্যালেন বীন ১৯৬৯ সালের ১৯শে নভেম্বর এই যন্ত্র চাঁদে নিয়ে সেখানে স্থাপন করে আসেন।

প্রঃ চাঁদের মাটিতে মহাকাশচারীরা কত সময় ছিল ? তারা সংগে কি নিয়ে এসেছিলেন ?

উঃ চাঁদের মাটিতে ছিলেন ৩ ঘণ্টা সময়। ফেরার পথে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন—চাঁদের মাটি ও ছোট ছোট পাথরের টুকরো।



বিজ্ঞানের নানাদিক

প্রঃ বাতাসের রং কি আছে? উঃ বাতাসের কোন রং নেই।

প্রঃ ব্যারোমিটার কি?

উঃ ব্যারোমিটার হলো বায়ু চাপ মাপার যন্ত্র।

প্রঃ তাপ মাপক যন্ত্রের নাম কি? উঃ থার্মোমিটার।



থার্মোমিটার

প্রঃ মেঘের রং কি? নানা রংয়ের মেঘ দেখা যায় কেন?

উঃ মেঘের কোন রং নেই। তার উপর বিভিন্ন রঙের আলো পড়ে বলে তাকে বিভিন্ন রঙের মনে হয়।

প্রঃ কুয়াশা কি?

উঃ কুয়াশা হলো এক রকমের মেঘ। সকালে দেখা যায়।

প্রঃ শিশির কাকে বলে ?

উঃ ভূ-পৃষ্ঠে তাপ বিকিরণ করে অধিক শীতল হলে বায়ুর জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ঘাস, গাছের পাতা প্রভৃতিতে জলবিন্দুর আকারে দেখা যায়। একে শিশির বলে।

প্রঃ কাল বৈশাখী কাকে বলে ?

উঃ কখনও কখনও হাওয়ার চাপ খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়। তখন প্রচণ্ড ঝড়ের সৃষ্টি হয়। তাকে কাল বৈশাখী বলে।



দেহের কথা

প্রঃ চামড়ার গঠন কেমন ?

উঃ চামড়া ৭টি স্তরে গঠিত। বাইরে থেকে দেখতে গেলে প্রথম পাঁচটি স্তর হচ্ছে—বহিস্তক, তার নীচের দুটি স্তর হচ্ছে আসল ত্বক, আর তার নীচে হচ্ছে অধস্তক।

প্রঃ আমাদের দেহে কতগুলো হাড় আছে ?

উঃ আমাদের দেহে মোট ২০৬টি হাড় আছে।

প্রঃ আমাদের মাথায় কতগুলো হাড় আছে ?

উঃ আমাদের মাথার খুলি ২৯টি হাড় দিয়ে তৈরী। মাথার

উপরিভাগে তৈরী ৮টি হাড় দিয়ে, মুখ ১৪টি, কান ৬টি আর গলায় ১টি হাড় দিয়ে তৈরী।



প্রঃ মানুষের পাঁজরার হাড়ের গঠন কেমন?

উঃ মেরদণ্ডের উপরের অংশ থেকে দু'পাশে গোল করে বেরিয়েছে পাঁজরার হাড়গুলো।

প্রঃ জিভ কাকে বলে?

উঃ জিভ আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটি। এর দ্বারা আমরা খাবারে স্বাদ বুঝি।

প্রঃ রক্ত কি?

উঃ রক্ত হচ্ছে একরকম তরল পদার্থ। এর নাম রক্তরস। রক্তে থাকে অসংখ্য লাল ও শ্বেত কণিকা।

প্রঃ নাক আমাদের কি কাজ করে?

উঃ নাক দিয়ে আমরা শ্বাস গ্রহণ করি।

প্রঃ চোখের কাজ কি?

উঃ চোখের কাজ হলো সব কিছু দেখা।

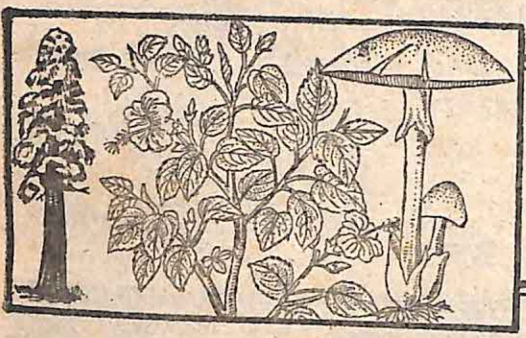
প্রঃ কানের মোট কয়টি অংশ?

উঃ কানের মোট তিনটি অংশ—বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ। তার কাজ হলো শব্দ গ্রহণ করা।

প্রঃ আমাদের ক্ষুধা পায় কেন?

উঃ খাদ্যের অভাবের অনুভূতির নাম ক্ষুধা, পাকস্থলীতে খাদ্য

না থাকলে তা ঘনঘন সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। তখন বুঝতে পারি খাদ্যের প্রয়োজন।



উদ্ভিদ জগতের কথা

প্রঃ উদ্ভিদ কাকে বলে?

উঃ যারা সাধারণতঃ নিজেরা চলতে পারে না তাদের বলা হয় উদ্ভিদ।

প্রঃ গাছের প্রাণ আছে তা প্রমাণ করেছেন কে?

উঃ মানুষের মত গাছের অনুভূতি হাসা, কাঁদা, ঘুমান সবই আছে। এককথায় গাছের প্রাণ আছে তা প্রমাণ করেছেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

প্রঃ প্রাণী আগে না উদ্ভিদ আগে?

উঃ বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রাণীই আগে?

প্রঃ মানুষকে বেঁচে থাকতে উদ্ভিদ কি ভাবে সাহায্য করে?

উঃ মানুষের শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন দরকার। এছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। উদ্ভিদ প্রকৃতিতে এই অক্সিজেন সরবরাহ বজায় রেখে আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

প্রঃ কোন্ গাছের পাতা থেকে গাছ জন্মায় ?

উঃ পাথরকুচি।

প্রঃ কাণ্ড থেকে চারা বের হয় কোন্ গাছের ?

উঃ আলু, কলা, হলুদ, আদা, আখ।

প্রঃ কোন্ গাছের পাতা নেই ? উঃ ফণি-মনসা গাছের।

প্রঃ কোন্ গাছের পাতা ছুঁলেই বন্ধ হয়ে যায় ?

উঃ লজ্জাবতী লতা।

প্রঃ ডুমুরের ফুল আছে কি ?

উঃ ডুমুরের কোন ফুল নেই ফলই ফুল।

প্রঃ কোন্ গাছ বেশী দিন ফল দেয় ? উঃ ন্যাসপাতি।

প্রঃ সবচেয়ে বড় ফুল কি ? উঃ সুমাত্রা দ্বীপের রাফলেসিয়া।

প্রঃ পোস্ত কোন্ গাছ থেকে হয় ?

উঃ আফিনের গাছ থেকে।

প্রঃ গাছের কয়টি অংশ ? উঃ গাছের ৬টি অংশ ?

প্রঃ কাণ্ডের কাজ কি ?

উঃ শিকড় আর পাতার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা।

প্রঃ পাতার কয়টি অংশ ? উঃ পাতার তিনটি অংশ।

প্রঃ অনেক গাছের কাঁটা থাকে কেন ?

উঃ আত্মরক্ষার জন্য অনেক গাছের কাঁটা জন্মে।

প্রঃ দিক দর্শন বৃক্ষ কি ?

উঃ এক ধরণের অদ্ভুত গাছ। এর পাতার একটি দিক সর্বদা-উত্তরে এবং অপর দিক দক্ষিণে থাকে। অন্ধকার বা মেঘলা দিনে এই গাছ চিনতে অসুবিধে হয় না।

প্রাণীজগতের কথা

প্রঃ পৃথিবীতে কত প্রকার প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

উঃ পৃথিবীতে অনুমান প্রায় ১০ লক্ষের অধিক প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রঃ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো জলচর ও স্থলচর প্রাণী কোনটি? উঃ জলচর—তিমি, স্থলচর—হাতি। -

প্রঃ দীর্ঘ জানোয়ার কোনটি?

উঃ জিরাফ। এই জন্তু কোন শব্দ করতে পারে না।

প্রঃ কোন্ জন্তু কত দ্রুত ছুটতে পারে?

উঃ চিতাবাঘ ঘণ্টায় ১০০ কি. মি. হরিণ ৮০ কি. মি. ঘোড়া ৬৫ কি. মি. শিকারী কুকুর ৬০ কি. মি.।

প্রঃ সবচেয়ে ছোট পাখি কোন্‌টি? উঃ হামিং বার্ড।

প্রঃ শামুকের গতি ঘণ্টায় কত? উঃ মাত্র ২৩ ইঞ্চি।

প্রঃ কোন্ প্রাণীর ৫টি চোখ? উঃ মৌমাছির।

প্রঃ কোকিল কোথায় ডিম পাড়ে? উঃ কাকের বাসায়।

প্রঃ কোন্ প্রাণী সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়।

উঃ কুনো ব্যাঙ।

প্রঃ কোন্ প্রাণী নিজের শরীরের আটগুণ ওজন বহন পারে? উঃ পিপীলিকা।

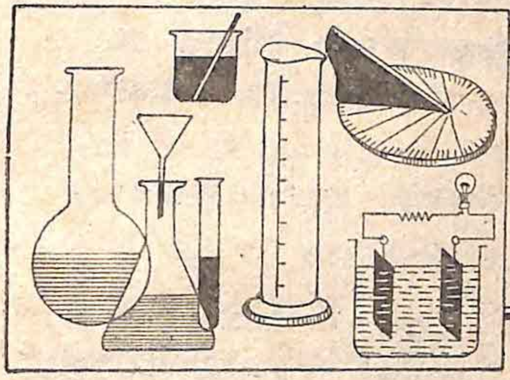
প্রঃ কোন্ জন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমায়? উঃ ঘোড়া।

প্রঃ কোন্ প্রাণীর দেহ ছেদ করলেও মরে না?

উঃ কেঁচো।

প্রঃ সবচেয়ে কোন্ প্রাণী বেশী উড়তে পারে ?

উঃ সোনালী ঈগল।



পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন কথা

প্রঃ অক্সিজেন কি ?

উঃ বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন মৌলিক পদার্থ।

প্রঃ আয়োডিন কি ?

উঃ গাঢ় ধূসর বর্ণের কঠিন একটি মৌলিক পদার্থ।

প্রঃ এক্স-রে কি ?

উঃ রঞ্জন বা রনটগেন রশ্মি। এই রশ্মির সাহায্যে দেহের মাংস পেশী ভেদ করে ভিতরের হাড় ও যন্ত্রাদির ছায়া ফটোগ্রাফিক প্লেটে মুদ্রিত করা যায়।

প্রঃ ক্লোরোফর্ম কি ?

উঃ বর্ণহীন উদ্বায়ী তরল পদার্থ। এর দ্বারা রোগীকে অসাড়ও অনুভূতি শূন্য করে নেওয়া হয়।

প্রঃ টেলিভিসন কাকে বলে ?

উঃ যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন বস্তু বা দৃশ্যের ছায়াচিত্র কৌশলে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা যায় তাকেই টেলিভিসন বলে।

প্রঃ ট্রানজিস্টার কি ?

উঃ অতি সূক্ষ্ম তড়িৎ-তরঙ্গ গ্রহণ উপযোগী ইলেকট্রনিকস্ যন্ত্র।

প্রঃ রেডিয়াম কি ?

উঃ মৌলিক তেজঃস্ক্রিয় ধাতু। দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান।



খেলাধূলার নানান খবর

ফুটবল ঃ

প্রঃ ফুটবল খেলার সূত্রপাত কি ভাবে হয় ?

উঃ ফুটবল ইংরেজদের খেলা। ইংলণ্ডে এর সূত্রপাত। কিন্তু বর্তমানে এ খেলা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রঃ ফুটবল মাঠের আয়তন কত ?

উঃ সাধারণভাবে মাঠের দৈর্ঘ্য ১২০ মিটার ও প্রস্থে ৯০ মিটার। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য দরকার দৈর্ঘ্যে ১১০ মি. প্রস্থে ৭৩ মিটার।

প্রঃ গোল পোষ্টের পরিমাপ কি হওয়া দরকার ?

উঃ মাটি থেকে পোষ্টের উচ্চতা ২,৪৩ মিটার বা ৮ ফুট।

প্রঃ পেনাল্টি বক্সের আয়তন কত? ফুটবল কত জনে খেলতে হয় ?

উঃ ১৮ গজ লম্বায় ও চওড়ায় ৪৪ গজ। প্রতি দলে খেলোয়াড়ের সংখ্যা মোট ১১ জন।

প্রঃ এই খেলা কত সময় চলে ?

উঃ সাধারণতঃ ৩৫ থেকে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত খেলা চলে, মাঝে ৫-১০ মিনিট বিশ্রামের জন্য দেওয়া হয়।

প্রঃ রেফারী কাকে বলে ?

উঃ খেলা পরিচালনার দায়িত্বভার যিনি নেন তাঁকেই রেফারী বলা হয়।

বিশ্বকাপ ফুটবল

MEXICO86

প্রঃ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা কি ?

উঃ এইটিই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা।

প্রঃ কয় বছর পর পর এই খেলা হয়ে থাকে ?

উঃ প্রতি চার বছর অন্তর এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রঃ এই খেলা পরিচালনা করে কোন্ সংস্থা ?

উঃ পরিচালনা করেন FIFA নামক সংস্হা। যার পুরো নাম ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশন।

প্রঃ কবে এই খেলা প্রথম চালু হয়।

উঃ ১৯৩০ সালে। প্রথম চ্যাম্পিয়ন হয় উরুগুয়ে।

প্রঃ কোন্ দল পর পর বেশী এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে। উঃ ব্রাজিল।

প্রঃ ১৯৮২ সালে এই খেলায় ফাইনালে জয়ী হয়েছে কোন্ দেশ ? উঃ ইতালী।

প্রঃ ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত ফাইনালে বিজয়ী হয়েছে কোন্ দেশ ?

উঃ আর্জেন্টিনা। তারা পশ্চিম জার্মানিকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে বিশ্বকাপ নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে পেরেছেন।

প্রঃ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় কে ?

উঃ ব্রাজিলের পেলে। [তবে ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় আর্জেন্টিনার খেলোয়াড় মারাদোনার খেলা দেখে তাঁকে এ-সম্মানে ভূষিত করতে বিশ্বের নানা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।]

॥ খেলার আরো খবর ॥

অলিম্পিক ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে গ্রীস দেশে অলিম্পিক পাহাড়ের কাছে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। তখন কেবল গ্রীস দেশের লোকই এই

প্রতিযোগিতায় যোগ দিত। বেশ কয়েক'শ বছর বন্ধ থাকার পর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আবার এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তখন থেকেই এই খেলায় সকল দেশ যোগদান করতে থাকে। প্রতি চার বছর অন্তর এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কেবলমাত্র প্রথম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৩৬, ১৯৪০ এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই তিন বার খেলা হতে পারেনি। ভারতও এই খেলায় সর্বপ্রথম ১৯২৪ সালে প্যারিস অলিম্পিকে যোগ দেয়।

প্রঃ এসিয়ান গেমস্ কি ?

উঃ এসিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় তাকেই **এসিয়ান গেমস বলে।**

প্রঃ ম্যারাথন রেস কি ?

উঃ গ্রীসে ফিডিপাইডিস নামে একজন দৌড়বীর একটানা ২১ মাইল দৌড়িয়ে ম্যারাথন জয়ের খবর গ্রীসে পেঁছে দেবার পরই মারা যান। সেই থেকেই ম্যারাথন রেসের উৎপত্তি হয়। এখন এই রেসে ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ দৌড়াতে হয়।

প্রঃ হকি মাঠের মাপ কত ?

উঃ ৯২ মিঃ লম্বা এবং চওড়ায় ৫৬·৪ মিটার।

প্রঃ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় কে ?

উঃ ধ্যানচাঁদ (ভারত)।

প্রঃ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় কে ?

উঃ ডন ব্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)। ব্যাডম্যান ক্রিকেটে ২৯টি সেঞ্চুরী করেছিলেন। বর্তমানে ভারতের সুনীল মনোহর গাভাস্কার

৩৩ সেঞ্চুরী ও বিশ্বের সর্বোচ্চ রানের সম্মান অর্জন করে এখনও খেলার আসরে অংশ গ্রহণ করে যাচ্ছেন।

প্রঃ নেহেরু গোল্ড কাপ কি?

উঃ ১৯৮১ সাস থেকে প্রতি বছর ভারতে এই আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এতে অংশ গ্রহণ করেন।

প্রঃ ভারতের অনুষ্ঠিত কয়েকটি ফুটবল প্রতিযোগিতার নাম বল।

উঃ রোভার্স কাপ, (বোম্বাই), সন্তোষ ট্রফি (ভারতে অন্তরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা) ফেডারেশন কাপ, স্যার আশুতো মুখার্জী শীল, দিল্লী ক্লথ মিলস্ প্রতিযোগিতা, বরদলৈ ট্রফি, গোল কাপ (দার্জিলিং), সন্ত নাগাজী মেমোরিয়াল ট্রফি এবং ডু কাপ (দিল্লী) প্রভৃতি।
